ফতেহ্ ইসলাম

(ইসলামের বিজয়)

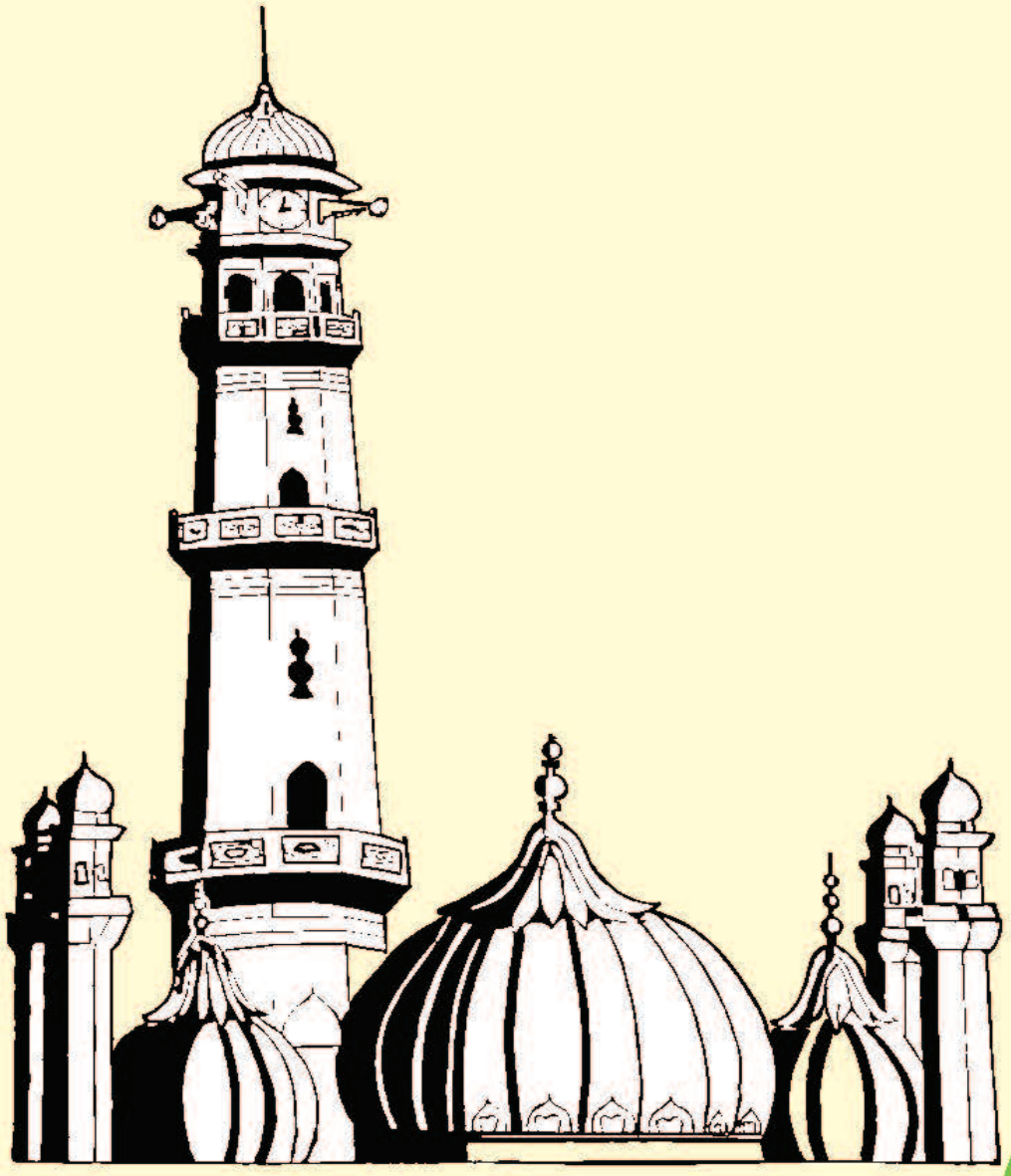

হযরত মির্যা গোলাম আহ্মদ

মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.)

আহ্মদীয়া মুসলিম জামাত' এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

ফতেহ্ ইসলাম

(ইসলামের বিজয়)

হযরত মির্যা গোলাম আহ্মদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আ.)
আহমদীয়া মুসলিম জামাত' এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

প্রকাশনায়
নাযারত নশর ও এশায়াত, কাদিয়ান, পঞ্জাব

ফতেহ্ ইসলাম

(ইসলামের বিজয়)

লেখকের নাম	ঃ	হযরত মির্যা গোলাম আহ্মদ মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহ্দী (আ.)
অনুবাদক	ঃ	মৌলবী আব্দুর রহমান খাঁ
সংস্করণ	ঃ	জুন, ২০২৩ (ভারত)
সম্পাদনায়	ঃ	বাংলা ডেস্ক, ভারত
সংখ্যা	ঃ	৫০০
প্রকাশক	ঃ	নাযারত নশর ও এশায়াত; সদর আঞ্জুমান আহ্মদীয়া, কাদিয়ান, গুরদাসপুর, পঞ্জাব
মুদ্রণে	ঃ	ফজল-এ-ওমর প্রিন্টিং প্রেস, কাদিয়ান, গুরদাসপুর, পঞ্জাব

Title	:	Fath-e-Islam (The Victory of Islam)
Author	:	Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad The Promised Messiah & Mahdi[as]
Translator	:	Maulvi Abdur Rahman Khan
1st Edition	:	June, 2023 (India)
Edited by	:	Bangla Desk, India
Copies	:	500
Published by	:	Nazarat Nashr-o-Ishaat Sadr Anjuman Ahmadiyya, Qadian, Gurdaspur, Punjab
Printed at	:	Fazle Umar Printing Press, Qadian, Gurdaspur, Punjab

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

প্রকাশকের কথা

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দে 'ফতেহ ইসলাম' (ইসলামের বিজয়) নামে উর্দুতে একটি পুস্তক প্রণয়ন করেন। এটি ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দের শুরুতে মুদ্রিত হয়েছিল।

এ পুস্তকে তিনি (আ.) বলেন, 'বর্তমানে আমরা যে যুগে বাস করছি তা এরূপ এক অন্ধকারময় যুগ যাতে ঈমান ও আমল সংক্রান্ত সব ক্ষেত্রে ভয়ানক বিকার দেখা দিয়েছে এবং চারদিক থেকে পথভ্রষ্টতা ও বিপথগামিতার এক প্রচন্ড ঝড় বয়ে যাচ্ছে।'

তিনি (আ.) ঘোষণা করেছেন, 'হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আমিই সেই ব্যক্তি যাকে যথাসময়ে মানুষের সংস্কারের জন্য পাঠানো হয়েছে যাতে ধর্মকে সজীবতার সাথে মানুষের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করা যায়।'

তিনি (আ.) বলেন, 'খোদা তা'লা এখন ইসলামকে জীবিত করতে চাচ্ছেন। এ মহান অভিযানকে কার্যকর করার জন্য তার পক্ষ থেকে সবদিক দিয়ে ফলপ্রসূ এক বিরাট প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা আবশ্যক ছিল। তাই সেই মহাজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান খোদা এ অধমকে সংস্কারের জন্য পাঠিয়ে এমনটিই করেছেন।'

'ফতেহ ইসলাম'(ইসলামের বিজয়) পুস্তকটির প্রথম বাংলা সংস্করণ সর্বপ্রথম ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত হয়। অনুবাদ করেন মৌলবী আব্দুর রহমান খাঁ, বি, এ, বি, এল,। নাযারত নশর ও এশায়াত কাদিয়ানের তত্ত্বাবধানে নবরূপে পুস্তকটির কম্পোজ এবং প্রুফ রিডিং করেছেন বুশরা হামীদ সাহেবা এবং জনাব মুহাম্মদ সাবির মোল্লা মুরুব্বি সিলসিলাহ্। মূল

উর্দু পুস্তকটির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রিভিউ এবং মরিমার্জন করেছেন জনাব শেখ মোহাম্মদ আলী সেক্রেটারী এশায়া'ত কমিটি পশ্চিমবঙ্গ, জনাব জাহিরুল হাসান ইনচার্জ বাংলা ডেস্ক, কাদিয়ান এবং সাজিদা খাতুন সাহেবা।

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) এর সদয় অনুমোদনে পুস্তকটির বাংলা সংস্করণ নাযারত নশর ও এশায়াত কাদিয়ান থেকে প্রথমবার প্রকাশিত হচ্ছে।

আল্লাহ্ তা'লা বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য পুস্তকটিকে কল্যাণময় করে তুলুন। আমিন।

বিনীত

জুন, ২০২৩ ইং হাফিয মখদুম শরীফ

নাযির নশর ও এশায়াত কাদিয়ান

লেখক পরিচিতি

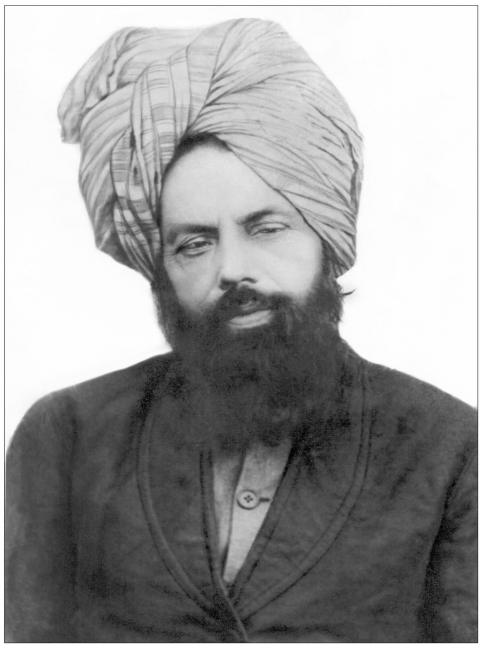

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী আলায়হেস সালাম,

[জন্ম ঃ ১২৫০ হিঃ, ১৮৩৫ খ্রি. মৃত্যু ঃ ১৩২৬ হিঃ, ১৯০৮ খ্রি.]

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী আলায়হেস্ সালাম ১৮৩৫ সনে ভারতের পঞ্জাব প্রদেশের কাদিয়ান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আজীবন পবিত্র কুরআন-এর গবেষণা ও মাহাত্ম্য অনুসন্ধান, দোওয়া ও একান্ত ধর্মপরায়ণ জীবন যাপন করেন। চারদিক হতে ইসলামের বিরুদ্ধে নোংরা অপবাদ,আক্রমণ, মুসলমানদের চরম অবনতি, নিজ ধর্ম-বিশ্বাসে সন্দেহ-সংশয় ও নামমাত্র ধর্ম পালন ইত্যাদি অবলোকন করে তিনি ইসলামের

যথার্থ ও পরিপূর্ণ রূপ প্রকাশের কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং ৯০ টিরও অধিক পুস্তক রচনা করেন এবং সহস্রাধিক পত্রাবলী ও বক্তৃতা, আলোচনা এবং ধর্মীয় বিতর্ক (বাহাস) প্রভৃতির মাধ্যমে তিনি অকাট্য যুক্তি উপস্থাপন করে সাব্যস্ত করেন, ইসলাম-ই একমাত্র জীবন্ত ধর্ম এবং একমাত্র এরই বিশ্বাসসমূহ ধারণ ও পালন করার মাধ্যমে মানবকুল তার পরম স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক ও যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে এবং তাঁরই পূর্ণ আনুগত্যের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক উৎকর্ষতার স্বর্ণশিখরে পৌঁছতে পারে।

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ (আ.) খুব অল্প বয়স থেকেই ঐশী স্বপ্ন, দিব্যদর্শন এবং প্রত্যাদেশগুলি অনুভব করতে শুরু করেছিলেন। ঐশী আদেশে ১৮৮৯ সনে তিনি বয়া'ত গ্রহণ করা শুরু করেন এবং একটি পবিত্র জামা'ত-এর ভিত্তি রাখেন। অতঃপর ঐশী প্রত্যাদেশ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং আল্লাহ্‌তা'লা তাঁকে ঘোষণা করার আদেশ প্রদান করেন যে, তিনি তাঁকে পরবর্তীকালের জন্য সেই সংস্কারক হিসাবে নিযুক্ত করেছেন যার ভবিষ্যদ্বাণী বিভিন্ন নামে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে পূর্ব হতেই বিদ্যমান। তিনি (আ.) আরও দাবি করেন যে, তিনিই সেই মসীহ্ এবং মাহ্‌দী যাঁর আগমন সম্পর্কে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। জামা'ত আহ্‌মদীয়া এখন পৃথিবীর দুই শতাধিক দেশে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে।

১৯০৮ সনে প্রতিশ্রুত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মৃত্যুর পর কুরআন মজীদ এবং আঁ হযরত (সা.) 'র ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তাঁর এই ঐশী প্রচারকে পরিপূর্ণতা দান করার উদ্দেশ্যে খেলাফত ব্যবস্থাপনার প্রতিষ্ঠা হয়। হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ আইয়্যাদাহুল্লাহু তা'লা বেনাসরিহিল আযীয তাঁর (আ.) পঞ্চম খলীফা এবং নিখিল বিশ্ব জামা'ত আহ্‌মদীয়ার বর্তমান যুগ ইমাম।

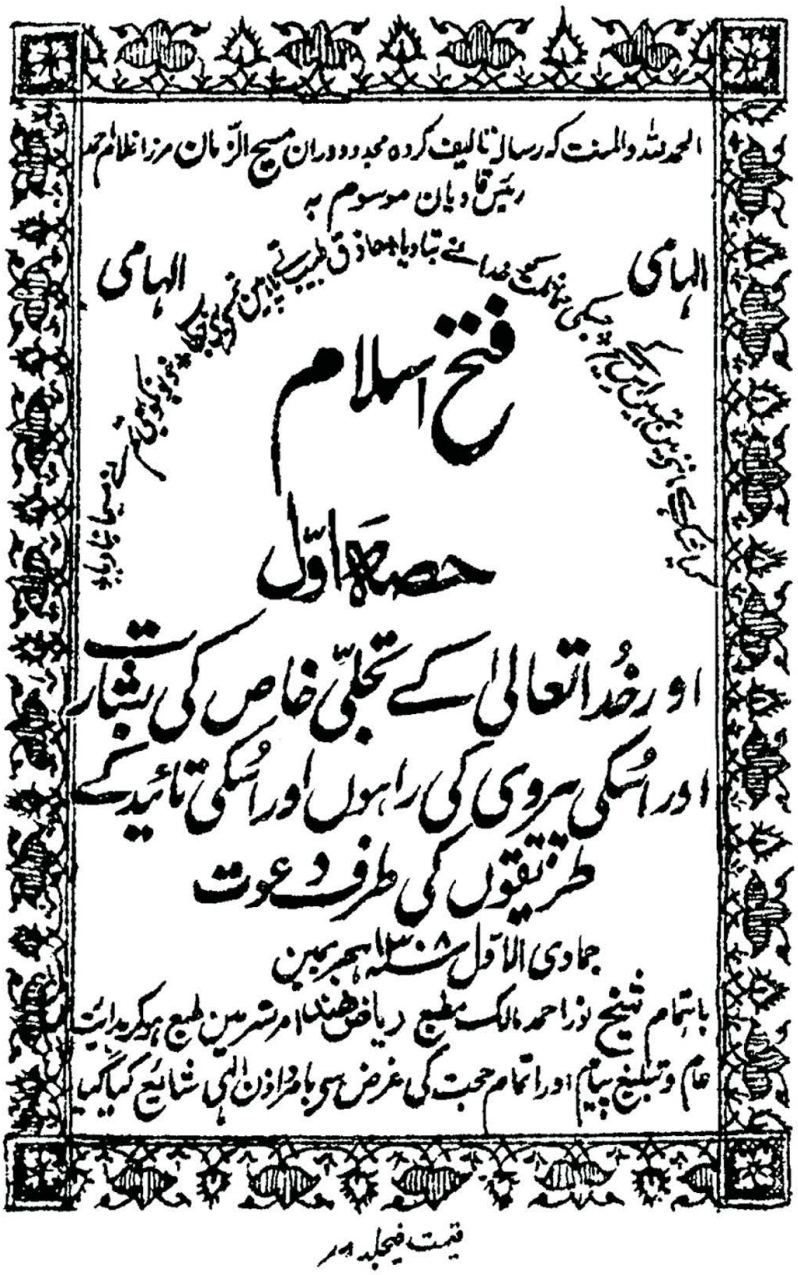

قیمت فیجلد ۸/

উর্দু প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদ ১৮৯১

ঘোষণা

'ফতেহ ইসলাম' (ইসলামের বিজয়) পুস্তকটির ৭০০ কপি ছাপা হয়েছে। ৩০০ কপি উৎসর্গ করা হয়েছে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে ইসলামের প্রচারক শ্রেণির অথবা দরিদ্র অনুসন্ধিৎসু বা খ্রিস্টান অথবা হিন্দু আলেমদের নামে। বাকি ৪০০ কপি এমন লোকদের জন্য যারা মূল্য পরিশোধ করার ক্ষমতা রাখে। প্রতি কপি আট আনা মূল্যে তাদের দেওয়া হবে। ডাক খরচ পৃথক। আর যে ব্যক্তি বিনামূল্যে গ্রহণকারী অর্থাৎ প্রচারক বা দরিদ্র ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত, তার জন্য মাত্র হাফ আনা টিকিট পাঠানো বাধ্যতামূলক, তবেই পুস্তকটি প্রেরণ করা হবে।

ঘোষণাকারী
মির্যা গোলাম আহমদ, কাদিয়ান

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَ نُصَلِّىْ

ফতেহ্ ইসলাম

(ইসলামের বিজয়)

ইসলামের বিজয়, খোদা তা'লার বিশেষ মহিমা বিকাশের সংবাদ ও তাঁর আনুগত্যের পথ এবং তাঁকে সাহায্য করার পদ্ধতির প্রতি আহ্বান।

رَبِّ انْفُخْ رُوْحَ بَرَكَةٍ فِىْ كَلَمِىْ هٰذَا وَاجْعَلْ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِىْ اِلَيْهِ

(অর্থ: হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমার এ বক্তব্যে কল্যাণের রূহ ফুঁকে দাও এবং সৎ মানবাত্মাগুলোকে এর প্রতি আকৃষ্ট কর-অনুবাদক)।

হে পাঠকগণ!

عَافَاكُمُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالدِّيْنِ

(অর্থ: আল্লাহ্ তা'লা আপনাদেরকে ইহকালে ও পরকালে ক্ষমা করুন -অনুবাদক)।

ইসলাম ধর্মের সাহায্যকল্পে খোদা তা'লা আমার নিকট যে স্বর্গীয় প্রতিষ্ঠান ন্যস্ত করেছেন, সে সম্বন্ধে সুদীর্ঘকাল পরে আজ এ অধম এক জরুরী বিষয়ের প্রতি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি। তিনি নিজ পক্ষ হতে আমাকে এ বিষয়ে বক্তৃতা করার যতটুকু ক্ষমতা দান করেছেন তদনুযায়ী এ প্রবন্ধে এ প্রতিষ্ঠানের মাহাত্ম্য ও একে

সাহায্য করার প্রয়োজনীয়তা আপনাদের নিকট ব্যক্ত করতে চাই যেন আমার উপর সত্য প্রচারের যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তা হতে মুক্ত হতে পারি।

অতএব এ বিষয়টি বর্ণনার ফলে জনগণের হৃদয়ে কী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে, সে বিষয়ে আমি ভাবি না। আমার কেবল উদ্দেশ্য হলো, আমার উপর যে কর্তব্যভার অর্পিত হয়েছে এবং যে বাণী পৌঁছিয়ে দেয়া আমার উপর এক অবশ্য পরিশোধযোগ্য ঋণস্বরূপ, তা যথাযথভাবে সম্পাদন করাই আমার লক্ষ্য, লোকে তা সন্তুষ্টির সাথেই শুনুক বা ঘৃণা ও অপ্রীতির চোখেই দেখুক এবং আমার সম্বন্ধে সুধারণাই পোষণ করুক বা নিজেদের হৃদয়ে কুধারণাই স্থান দিক।

وَأُفَوِّضُ أَمْرِيْ إِلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ

(অর্থ: আমি আমার কাজ খোদার নিকট ন্যস্ত করছি। আল্লাহ্ তাঁর উপাসকদের বিষয়ে পুরোপুরি দ্রষ্টা-অনুবাদক)।

অতঃপর যে সম্পর্কে আমি কথা দিয়েছি, নিম্নে আমি সেই প্রতিশ্রুত বিষয় সম্বন্ধে লিখছি-

হে সত্যান্বেষীগণ এবং ইসলামের সত্যিকার প্রেমিকগণ! আপনারা ভালভাবে জেনে রাখুন, বর্তমানে আমরা যে যুগে বাস করছি তা এরূপ এক অন্ধকারময় যুগ যাতে ঈমান ও আমল সংক্রান্ত সব ক্ষেত্রে ভয়ানক বিকার দেখা দিয়েছে এবং চারদিক থেকে পথভ্রষ্টতা ও বিপথগামিতার এক প্রচন্ড ঝড় বয়ে যাচ্ছে। ঈমান বলতে যা বোঝায়, আজ এর স্থান অধিকার করে বসেছে মুখে উচ্চারিত কিছু শব্দ। কয়েকটি প্রথা কিংবা অমিতাচারমূলক ও লোক দেখানো কাজকেই প্রকৃত সৎকাজ বলে মনে করা হয়েছে। আর যা প্রকৃত পুণ্য

তা থেকে মানুষ সম্পূর্ণ উদাসীন। এ যুগের দর্শন বিজ্ঞানও আধ্যাত্মিক কল্যাণের পথে কঠোর বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ বিষয়ে জ্ঞাত লোকদের উপর এর আবেক-অনুভূতি অত্যন্ত কুপ্রভাব সৃষ্টিকারী ও এদেরকে অন্ধকারের দিকে আকর্ষণকারী বলে প্রমাণিত হচ্ছে। এটা বিষাক্ত উপাদানকে ক্রিয়াশীল করে এবং ঘুমন্ত শয়তানকে জাগিয়ে তোলে। এ সকল জ্ঞানে পারদর্শীরা ধর্মের ব্যাপারে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এমন কুধারণা সৃষ্টি করে বসে যে, তারা খোদা তা'লার নির্ধারিত নীতিসমূহ এবং রোযা, নামায ইত্যাদি উপাসনার পদ্ধতিকে অবজ্ঞা ও উপহাসের চোখে দেখতে শুরু করে। তাদের হৃদয়ে খোদা তা'লার সত্তা সম্বন্ধেও কোন গুরুত্ব ও মহত্ববোধ নেই বরং তাদের অধিকাংশই অধার্মিকতার রঙে রঙিন ও নাস্তিকতার ভাবধারায় নিমজ্জিত আর মুসলমানদের সন্তান পরিচয় দিয়েও তারা ধর্মের শত্রু। যারা কলেজে পড়ে তাদের অধিকাংশ নির্ধারিত শিক্ষা শেষ করার পূর্বেই ধর্ম ও ধর্মের প্রতি সহানুভূতিকে বিদায় দিয়ে বসে।

এখানে আমি একটি মাত্র শাখার উল্লেখ করলাম যা বর্তমান যুগের পথভ্রষ্টতার কুফলে ভরপুর। এ ছাড়া আরো শত শত শাখা আছে যেগুলো এর চেয়ে কম নয়। সাধারণত দেখা যায়, পৃথিবী থেকে বিশ্বস্ততা ও সততা এভাবে উঠে গেছে, তা যেন একেবারেই লোপ পেয়ে বসেছে। দুনিয়া অর্জনের জন্য প্রতারণা ও ধোঁকা সীমা অতিক্রম করেছে। যে ব্যক্তি সর্বাধিক ধূর্ত, তাকে সব চেয়ে বেশি যোগ্য মনে করা হয়। নানা ধরণের ধূর্ততা, লালসাপূর্ণ ষড়যন্ত্র এবং বজ্জাতীপূর্ণ স্বভাব ও আচরণ প্রসার লাভ করেছে। আর অত্যন্ত নিষ্ঠুরতাপূর্ণ হিংসা-বিদ্বেষ ও ঝগড়া-বিবাদ বেড়ে চলেছে। পাশবিক ও হিংস্র প্রবৃত্তির এক ঝড় উঠেছে। এ সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানে ও প্রচলিত রীতি-নীতিতে মানুষ যতই পারদর্শী ও চালাক হচ্ছে ততই তাদের

সচ্চরিত্রতা, পুণ্যকাজের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, লজ্জা-শরম, খোদা-ভীতি, সততা ও সাধুতার স্বাভাবিক অভ্যাস কমে যাচ্ছে।

সততা ও ঈমানদারী বিলীন করে দেয়ার জন্য খ্রিষ্টানদের শিক্ষাও কয়েক ধরনের সুড়ঙ্গ তৈরি করছে। আর খ্রিষ্টানরা ইসলামকে নির্মূল করার জন্য পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করছে এবং মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার সকল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম উপায় সৃষ্টি করে তা রাহাজানীর প্রত্যেক সুযোগ ও পরিবেশে কাজে লাগাচ্ছে। তারা মুসলমানদেরকে লক্ষ্যচ্যুত করার নতুন নতুন ব্যবস্থা ও তাদেরকে পথভ্রষ্ট করার নিত্য নতুন উপায় উদ্ভাবন করছে। তারা সেই পূর্ণ মানবের কঠোর অবমাননা করছে যিনি সাধুগণের গৌরব, খোদা তা'লার নৈকট্যপ্রাপ্তগণের মুকুট এবং সম্মানিত নবীগণের নেতা। এমনকি অত্যন্ত শয়তানীর সাথে নাটকের অভিনয়ে ইসলাম ও ইসলামের পবিত্র পথ-প্রদর্শকের ছবি কদর্যভাবে দেখানো হচ্ছে এবং সং বের করা হচ্ছে।

থিয়েটারের মাধ্যমে জঘন্য মিথ্যা অপবাদ প্রচার করা হচ্ছে এবং তাতে ইসলাম ও ইসলামের পবিত্র নবী (সা.)-এর মর্যাদাকে ধূলিসাৎ করার জন্য সম্পূর্ণ অবৈধ পন্থা অবলম্বন করা হচ্ছে।

এখন হে মুসলমানেরা! শোন এবং মন দিয়ে শোন। ইসলামের পবিত্র প্রভাবকে বাধা দেওয়ার জন্য খ্রিষ্টান জাতি ব্যাপক কুটিল কুৎসা রটনা করছে এবং প্রবঞ্চনামূলক উপায় অবলম্বন করছে। আর এসব প্রচারের জন্য প্রাণান্তকর পরিশ্রমের সাথে ধন-সম্পদ পানির ন্যায় বইয়ে দিচ্ছে। এমনকি এ উদ্দেশ্যে অতি লজ্জাজনক উপায় অবলম্বন করা হয়েছে। এ নিয়ে ঘাঁটা ঘাঁটি না করে এ প্রবন্ধকে পবিত্র রাখাই উত্তম। খ্রিষ্টান জাতি ও ত্রিত্ববাদের সমর্থনকারীদের পক্ষ থেকে এগুলো এরূপ যাদুকরী কার্যকলাপ যে, তাদের এ যাদুর বিরুদ্ধে খোদা তা'লা যতক্ষণ

না তাঁর সেই অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন পরাক্রমশালী হাত দেখাবেন এবং অলৌকিক শক্তি দ্বারা এ যাদুর ধাঁধা ছিন্ন ভিন্ন করে না দেবেন, ততক্ষণ ফিরিঙ্গী জাতির এ যাদু থেকে সরলমনা জনগণের মুক্তি লাভ সম্পূর্ণরূপে অকল্পনীয়।

অতএব খোদা তা'লা এ যাদু নস্যাৎ করার জন্য এ যুগের খাঁটি মুসলমানদেরকে এক মো'জেযা (অলৌকিক নিদর্শন) দেখিয়েছেন। অর্থাৎ তিনি তাঁর এ দাসকে নিজ ইলহাম, বাণী ও বিশেষ আশিস এবং কল্যাণ দ্বারা সম্মানিত করেছেন। আর তিনি এ দাসকে তাঁর পথের সূক্ষ্ম তত্ত্বসমূহ সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান দান করে বিরুদ্ধবাদীদের মোকাবেলায় পাঠিয়েছেন। এ ছাড়া তিনি এ দাসকে বহু স্বর্গীয় উপহার, অলৌকিক জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞান দান করেছেন যাতে এ স্বর্গীয় পাথরের সাহায্যে যাদু দিয়ে তৈরী ফিরিঙ্গীদের সেই মোমের মূর্তি ভেঙ্গে ফেলা যায়।

সুতরাং হে মুসলমানগণ! সেই যাদুর অন্ধকার দূর করার জন্য এ অধমের আবির্ভাব খোদা তা'লার পক্ষ থেকে এক মো'জেযা (অলৌকিক নিদর্শন)। যাদুর বিরুদ্ধে পৃথিবীতে অলৌকিক নিদর্শনও কি প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক ছিল না? যাদুর পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়া এরূপ জঘন্য স্তরের প্রবঞ্চনার বিরুদ্ধে খোদা তা'লার পক্ষে সত্যের এরূপ এক জ্যোতি দেখানো, যা অলৌকিক শক্তির প্রভাব রাখে, তোমাদের দৃষ্টিতে কি বিস্ময়কর ও অসম্ভব বোধ হয়?

হে বুদ্ধিমানেরা! খোদা তা'লা এ প্রয়োজনের সময় এবং গভীর অন্ধকারের যুগে এক স্বর্গীয় জ্যোতি নাযিল করেছেন। আর সর্বসাধারণের কল্যাণের জন্য, বিশেষভাবে ইসলামের বাণী প্রচারের জন্য হযরত 'খায়রুল আনামের' [অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর]

জ্যোতি বিস্তার করার উদ্দেশ্যে এবং মুসলমানদের সাহায্যের জন্য ও তাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার লক্ষ্যে তিনি তাঁর এক দাসকে জগতে পাঠিয়েছেন। এতে তোমরা আশ্চর্যান্বিত হয়ো না। ইসলাম ধর্মের সাহায্যকারী সেই খোদা যিনি সর্বদা কুরআনের শিক্ষা সংরক্ষণ করবেন এবং একে নিস্তেজ, নিষ্প্রভ ও জ্যোতিহীন হতে দেবেন না বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, যদি তিনি এ অন্ধকার দেখে এবং ভিতর ও বাইরের বিপদ-আপদ পর্যবেক্ষণ করেও চুপ থাকতেন এবং তাঁর বাণীতে জোরালো ভাষায় বর্ণিত নিজ প্রতিশ্রুতি স্মরণ না করতেন তবে তা-ই হতো আশ্চর্যের বিষয়। আমি আবার বলছি, যদি এ পবিত্র রসূলের এই পরিষ্কার ও অতি সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী অপূর্ণ থাকতো যাতে তিনি বলেছেন, **"প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে খোদা তা'লা এরূপ বান্দাকে সৃষ্টি করতে থাকবেন যিনি তাঁর ধর্মকে সংস্কার ও পুনরুজ্জীবিত করবেন,** তবে তা-ই হতো বিস্ময়ের ব্যাপার।* অতএব এটা আশ্চর্যের ব্যাপার নয়, খোদা তা'লা আপন দয়া ও অনুগ্রহে নিজ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন এবং তাঁর রসূলের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করতে

* **টিকা** ঃ কেবল আনুষ্ঠানিক ও বাহ্যিকভাবে কুরআন শরীফের অনুবাদ বিস্তার করা, বা কেবল ধর্ম-পুস্তক ও নবী করীম (সা.)-এর হাদীসের উর্দু বা ফারসি অনুবাদ করে তা প্রচলন করা, বা বিদআতপূর্ণ নিরস উপাসনা-পদ্ধতি শেখানো এমন কোন বিষয় নয় যাকে পূর্ণ ও সঠিক ধর্ম সংস্কার বলা যায়। কিন্তু বর্তমান যুগের অধিকাংশ পীর ও গদ্দীনশীনদের এটাই রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। বরং শেষোক্ত পদ্ধতি তো শয়তানী পথের প্রবর্তক ও ধর্ম-বিনাশক। কুরআন শরীফ ও সহী হাদীস ও কুরআনের উপযোগী না হওয়া সত্ত্বেও দেশাচার অনুসারে এবং কষ্ট করে চিন্তা-ভাবনা করে এরূপ বাহ্যিক ও অসার খেদমত প্রত্যেক বিদ্বান ব্যক্তিই করতে পারেন এবং এ খেদমত সর্বদা করাও হচ্ছে। মোজাদ্দেদের (ধর্ম সংস্কারকের) কাজের সাথে এগুলোর কোন

এক মিনিটও বিলম্ব হতে দেন নি। বরং তিনি অনাগত কালের জন্য যে হাজার হাজার ভবিষ্যদ্বাণী ও অসাধারণ ঘটনার দুয়ার খুলে দিয়েছেন, তা হাজার হাজার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের মূল ও বিশ্বাস বাড়ানোর সুযোগ। তোমরা যদি ঈমানদার হয়ে থাক তবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনমূলক সেজদা কর। কেননা যে যুগের প্রতীক্ষা করতে করতে তোমাদের সম্মানিত বাপ-দাদাগণ গত হয়েছেন এবং অগণিত

চলমান টিকা ঃ

সম্পর্ক নেই। খোদা তা'লার নিকট এ সকল কাজ কেবল হাড়গোড় বিক্রির চেয়ে বেশি কিছু নয়। মহামহিম আল্লাহ্ তা'লা বলেন :

لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ - كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ

(সূরা আস্ সাফফ 61: 3-4, অর্থ : তোমরা কেন তা বল যা কর না এবং আল্লাহ্র নিকট এটা বড়ই ঘৃণ্য যে, তোমরা তা বল যা কর না-অনুবাদক)। তিনি আবার বলেন :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ ۚ لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ

(সূরা আল মায়েদা 5:106, অর্থ : হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের নিজেদের রক্ষা করা তোমাদের কর্তব্য। যখন তোমরা হেদায়াতপ্রাপ্ত হও তখন যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না-অনুবাদক)। অন্ধ অন্ধকে কেমন করে পথ দেখাবে ও কুষ্ঠরোগী অন্যের দেহ কেমন করে পরিষ্কার করবে? ধর্ম সংস্কার এমন এক পবিত্র প্রেরণা যা প্রথমে প্রেমপূর্ণ আবেগের সাথে সেই পবিত্র আত্মায় অবতীর্ণ হয় যিনি খোদা তা'লার সাথে কথা বলার মর্যাদা লাভ করেছেন। তারপর শীঘ্রই হোক বা দেরীতেই হোক, তা অন্যের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে। যে সকল লোক খোদা তা'লার পক্ষ থেকে সংস্কার সাধনের শক্তি লাভ করেন তারা আদৌও হাড়গোড় বিক্রেতা হন না বরং তারা প্রকৃতপক্ষে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতিনিধি এবং আধ্যাত্মিকভাবে আঁ হুযুরের খলীফা হয়ে থাকেন। খোদা তা'লা তাঁদেরকে

আত্মা যে যুগের জন্য আগ্রহ পোষণ করতে করতে গত হয়ে গেছেন, সেই যুগ তোমরা লাভ করেছ। এখন এর কদর করা বা না করা এবং এথেকে উপকার গ্রহণ করা বা না করা তোমাদের উপর নির্ভর করছে। এ কথা আমি বারবার বলবো এবং এ ঘোষণা থেকে আমি কখনো বিরত হতে পারি না যে, আমি সেই ব্যক্তি যাকে যথাসময়ে মানুষের সংস্কারের জন্য পাঠানো হয়েছে যাতে ধর্মকে সজীবভাবে মানুষের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। আমি সেভাবে প্রেরিত হয়েছি যেভাবে খোদার বীর কলীমুল্লাহ্ [হযরত মূসা (আ.)]-এর পরে সেই ব্যক্তি [হযরত ঈসা (আ.)] প্রেরিত হয়েছিলেন, হেরোডাসের শাসনকালে অনেক কষ্টের পর যাঁর আত্মাকে আকাশের দিকে উঠানো হয়েছিল। সুতরাং অন্যান্য ফেরাউনের মস্তক চূর্ণ করার জন্য যখন প্রকৃতপক্ষে সকলের প্রথম ও সৈয়্যদুল আম্বিয়া দ্বিতীয় কলীমুল্লাহ্ [হযরত রসূলে করীম (সা.)] আগমন করলেন যিনি নিজ কাজে প্রথম কলীম [মূসা (আ.)]-এর অনুরূপ কিন্তু মর্যাদায় ছিলেন তাঁর চেয়ে অধিক সম্মানিত, তখন তাঁকে এক মসীহ্-সদৃশ পুরুষের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। মূসা-সদৃশ মহাপুরুষ হযরত সৈয়্যদুল আম্বিয়া সম্পর্কে (কুরআনে) বলা হয়েছে,

---

চলমান টিকা ঃ

সেই যাবতীয় পুরস্কারের উত্তরাধিকারী করেন, যা নবী ও রসূলগণকে দান করা হয়। তাঁদের কথা আত্মার প্রেরণাপ্রসূত হয়ে থাকে, কেবল চেষ্টাপ্রসূত নয়। তাঁরা হৃদয়ের আবেগে কথা বলেন, শুধু মুখে মুখে নয়। তাঁদের অন্তরে খোদা তা'লার ইলহামের বিকাশ হয়। আর প্রত্যেক বিপদের সময় তাঁদেরকে পবিত্র আত্মার মাধ্যমে শেখানো হয়ে থাকে। তাঁদের কথা ও কাজে দুনিয়া-পূজার মিশ্রণ থাকে না। কেননা তাঁদেরকে পূর্ণরূপে পবিত্র করা হয়ে থাকে এবং তাঁরা সম্পূর্ণরূপে (খোদা তা'লার প্রতি) আকর্ষিত হয়েছেন।

إِنَّآ أَرْسَلْنَآ إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَٰهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَآ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ۝

(সূরা আল মুযযাম্মেল 73: 16, অর্থ : নিশ্চয় আমরা তোমাদের নিকট সেরূপ এক রসূল তোমাদের প্রতি সাক্ষীরূপে পাঠিয়েছি, যেরূপ ফেরাউনের নিকট একজন রসূল পাঠিয়েছিলাম- অনুবাদক)। সেই মসীহ্-সদৃশ পুরুষ মসীহ্ ইবনে মরিয়মের শক্তি, স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য লাভ করে এ যুগেরই ন্যায় এবং এই মেয়াদকালের কাছাকাছি, যা কলীমে আউয়াল [হযরত মূসা (আ.)]-এর যুগ থেকে মসীহ্ ইবনে মরিয়মের যুগ পর্যন্ত হয়েছিল, অর্থাৎ চতুর্দশ শতাব্দীতে আকাশ থেকে অবতরণ করেছেন। এ অবতরণ ছিল আধ্যাত্মিকভাবে, যেভাবে পূর্ণতা লাভের পর জগদ্বাসীর সংশোধনের জন্য সিদ্ধ পুরুষগণের আবির্ভাব হয়ে থাকে। ঠিক অনুরূপ সাদৃশ্যপূর্ণ যুগেই তিনি অবতরণ করেছেন যা মসীহ্ ইবনে মরিয়মের আবির্ভাবের যুগ ছিল, যাতে জ্ঞানীগণের জন্য এটা নিদর্শন হয়।*

অতএব প্রত্যেকের উচিত, তাঁকে অস্বীকার করতে যেন তাড়াহুড়ো

* **টিকা** ঃ আমরা এমন যুগে বাস করছি, যে যুগে বাহ্যিকতার পূজা, আত্মা ও বাস্তবতার সাথে সম্পর্কহীনতা, সততা ও বিশ্বস্ততার অভাব, সত্যবাদিতা ও নৈতিক পবিত্রতার বিলোপ এবং লালসা, কৃপণতা ও সংসার-প্রেমে আসক্তি সাধারণভাবে এভাবে বিস্তার লাভ করেছে যেভাবে হযরত মসীহ্ ইব্নে মরিয়মের আবির্ভাবের সময় ইহুদীদের মাঝে বিস্তার লাভ করেছিল। প্রকৃতপক্ষে সে যুগের ইহুদীরা যেভাবে প্রকৃত পুণ্য সম্পূর্ণরূপে ভুলে গিয়ে গতানুগতিক প্রথা ও আচারকেই পুণ্য মনে করতো, এছাড়া সততা, বিশ্বস্ততা, অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা ও ন্যায়বিচার তাদের কাছ থেকে সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছিল, তাদের মাঝে প্রকৃত সহানুভূতি ও প্রকৃত দয়ার লেশমাত্রও অবশিষ্ট ছিল না এবং বিভিন্ন ধরনের সৃষ্টির পূজা প্রকৃত উপাস্যের স্থান দখল করে বসেছিল, সেরূপেই এ যুগেও এ সকল আপদ-বিপদ দেখা দিয়েছে। বৈধ (হালাল)

না করে এবং এর ফলে খোদা তা'লার বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী বলে সাব্যস্ত না হয়। পৃথিবীর যে সকল লোক অন্ধ ধারণা ও পুরাতন ধ্যান-ধারণায় বদ্ধমূল হয়ে বসে আছে তারা তাঁকে গ্রহণ করবে না। কিন্তু

চলমান টিকা ঃ

দ্রব্যাদি কৃতজ্ঞতাপূর্ণ বিনয়ের সাথে ব্যবহার করা হয় না। অপরদিকে অবৈধ (হারাম) কাজে অনীহা ও ঘৃণা নেই। নানারূপে ব্যাখ্যা দিয়ে খোদা তা'লার মহান আদেশকে পাশ কাটানো হয়। আমাদের অধিকাংশ আলেমও সে যুগের ফকীহ্ ও ফরিশী (ইহুদী শাস্ত্রজ্ঞ পন্ডিতগণ) থেকে কোন অংশে কম যায় না। এরা মশা বাছে, কিন্তু উট গিলে ফেলে। এরা স্বর্গের রাজ্য লোকদের জন্য বন্ধ করে দেয়। এরা নিজেরাও তাতে যায় না এবং যারা যেতে চায় তাদেরকেও যেতে দেয় না। এরা লম্বা চওড়া নামায পড়ে বটে, কিন্তু হৃদয়ে সেই প্রকৃত উপাস্যের প্রেম ও মর্যাদা নেই। মিম্বরে বসে আবেগভরা বক্তৃতা করে বটে, কিন্তু এদের অভ্যন্তরীণ কাজ অন্য কিছু। অদ্ভুত এদের চোখ। হৃদয়ে ঔদ্ধত্য ও মন্দ বাসনা-কামনা থাকা সত্ত্বেও কান্নাকাটির ব্যাপারে এরা বড়ই পটু। আর অদ্ভুত এদের জিহ্বা। হৃদয়ের দিক দিয়ে আল্লাহ্‌র সাথে একেবারে সম্পর্কহীন হয়েও এরা অন্তরঙ্গতার দাবি করে।

দেখা যাচ্ছে, এরূপ ইহুদীসুলভ স্বভাব চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। তাকওয়া ও খোদাভীরুতায় বড় পার্থক্য দেখা দিয়েছে। ঈমানের দুর্বলতা ঐশী-প্রেমকে ঠান্ডা করে দিয়েছে। মানুষ সংসার প্রেমে ডুবে যাচ্ছে। এরূপই হওয়ার প্রয়োজন ছিল- কেননা মহামহিম হযরত সৈয়্যদনা ও মাওলানা হযরত মুহাম্মদ (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন, "এ উম্মতের জন্য এমন এক সময় আসবে যখন তারা ইহুদীদের সাথে নিজেদের ভয়ানক পর্যায়ের সাদৃশ্য সৃষ্টি করবে এবং তারা সেই সকল কাজ করে দেখাবে, যা ইহুদীরা করেছিল। এমনকি ইহুদীরা যদি ইদুরের গর্তে প্রবেশ করে থাকে, তবে তারাও তাতে প্রবেশ করবে। **তখন ঈমানের শিক্ষাদাতারূপে পারস্য বংশোদ্ভূত এক ব্যক্তির জন্ম হবে।** ঈমান যদি সুরাইয়া নক্ষত্রেও উঠে যায় তথাপি তিনি ঈমানকে সেখান থেকে নিয়ে আসবেন।"

শীঘ্রই সেই সময় আসছে, যা তাদের ভ্রান্তি তাদের নিকট প্রকাশ করে দেবে। "দুনিয়াতে এক সতর্ককারী এসেছে। দুনিয়া তাকে গ্রহণ করে নি। কিন্তু খোদা তাকে গ্রহণ করবেন এবং মহা পরাক্রমশালী আক্রমণ

চলমান টিকা ঃ

এটা হযরত রসূলে করীম (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী। এর সত্যতা এ অধমের নিকট ঐশীবাণী উন্মুক্ত করে দিয়েছে এবং এর তাৎপর্যও বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করে দিয়েছেন। খোদা তা'লা নিজ ইলহাম দ্বারা আমার নিকট ব্যক্ত করেছেন, হযরত মসীহ্ ইবনে মরিয়মও প্রকৃতপক্ষে একজন ঈমানের শিক্ষাদাতা ছিলেন। তিনি হযরত মূসা (আ.)-এর চৌদ্দশ বছর পরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তখন ইহুদীদের ঈমানের অবস্থা অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিল এবং ঈমানের দুর্বলতার দরুন তারা সেই সকল অপকর্মে লিপ্ত হয়েছিল যা প্রকৃতপক্ষে বেঈমানীর শাখা।

অতএব যখন নবী (সা.)-এর আবির্ভাবের পর প্রায় চৌদ্দশ' বছর অতিবাহিত হলো তখন এ উম্মতের মাঝেও সেই সব আপদ-বিপদ প্রচুর পরিমাণে দেখা দিল যা ইহুদীদের মাঝে সৃষ্টি হয়েছিল যেন তাদের সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল তা পূর্ণ হয়। সুতরাং আল্লাহ্ তা'লা তাঁর পূর্ণ কুদরতে মুসলমানদের জন্যও একজন ঈমানের শিক্ষাদাতা মসীহ্-সদৃশ পুরুষ পাঠিয়েছেন। যে মসীহের আসার কথা ছিল, সে এ ব্যক্তিই। ইচ্ছা হলে গ্রহণ কর। যার শুনবার কান আছে সে শুনুক। এটা খোদা তা'লার কাজ। অথচ লোকদের দৃষ্টিতে তা বিস্ময়কর। যদি কেউ এ কাজকে মিথ্যা আখ্যায়িত করে তবে স্মরণ রাখা উচিত, পূর্ববর্তী সাধু পুরুষগণকেও মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করা হয়েছে। যাকারিয়ার পুত্র ইউহান্নাকে অর্থাৎ ইয়াহইয়াকে ইহুদীরা কখনো স্বীকার করে নি। অথচ মসীহ্ তাঁর সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছেন, তিনিই সেই ব্যক্তি অর্থাৎ ইলিয়াস, যাকে আকাশে উঠানো হয়েছিল এবং যার পুনরায় আকাশ থেকে অবতরণ সম্বন্ধে পবিত্র গ্রন্থাবলীতে প্রতিশ্রুতি ছিল।

খোদা তা'লা সর্বদা রূপক ভাষা ব্যবহার করে থাকেন। আর স্বভাব, চরিত্র

দ্বারা তার সত্যতা প্রকাশ করে দেবেন।" এটা মানুষের কথা নয়। এটা খোদা তা'লার এবং মহা মহিমান্বিত প্রভুর বাণী। আর আমি দৃঢ়ভাবে

চলমান টিকা ঃ

ও গুণাবলীর দিক থেকে সাদৃশ্য হেতু এক ব্যক্তির নাম অপর ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে থাকেন। ইব্রাহীম (আ.)-এর হৃদয়ের ন্যায় যার হৃদয়, তিনি খোদা তা'লার নিকট ইব্রাহীম। উমর ফারুক (রা.)-এর হৃদয়ের ন্যায় যার হৃদয়, তিনি খোদা তা'লার নিকট উমর ফারুক। তোমরা কি এই হাদীস পড় না, "এ উম্মতে যদি মুহাদ্দাস থেকে থাকেন যাদের সাথে খোদা তা'লা কথা বলেন, তবে তিনি উমর।" এখন এ হাদীসের অর্থ কি এ দাঁড়ায় যে, মুহাদ্দাস হওয়ার মর্যাদা হযরত উমর (রা.)-এর মাঝে শেষ হয়ে গেছে? কখনো নয়। বরং এ হাদীসের অর্থ হলো, যাঁর আধ্যাত্মিক অবস্থা উমর (রা.) এর অবস্থার ন্যায় হয়েছে, তিনিই প্রয়োজনের সময় মুহাদ্দাস হবেন। বস্তুত এ অধমের প্রতিও একবার এ সম্পর্কে ইলহাম হয়েছিল :

فِيْكَ مَادَّةٌ فَارُوْقِيَّةٌ

(অর্থ: তোমার মাঝে ফারুকের গুণ রয়েছে- অনুবাদক)।

অতএব এ অধমের সময়ে বুযুর্গের চরিত্রগত সাদৃশ্য ছাড়াও হযরত মসীহের চরিত্রের সাথে এক বিশেষ সাদৃশ্য রয়েছে। এর বিস্তারিত বিবরণ বারাহীনে আহমদীয়াতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এ চরিত্রগত সাদৃশ্যের দরুনই এ অধমকে মসীহের নাম দিয়ে পাঠানো হয়েছে, যেন ক্রুশীয় মতবাদকে টুকরো টুকরো করে দেয়া হয়। সুতরাং আমি ক্রশ ভাঙ্গার ও শুকর বধ করার জন্য প্রেরিত হয়েছি। আমি আকাশ থেকে সেই পবিত্র ফিরিশতাসহ অবতীর্ণ হয়েছি, যারা আমার ডানে-বামে আছেন। আমার খোদা যিনি আমার সাথে আছেন, তিনি তাদেরকে আমার কাজ সম্পন্ন করার জন্য প্রত্যেক যোগ্য হৃদয়ে প্রবেশ করাবেন ও করাচ্ছেন। আমি যদি চুপও থাকি এবং আমার কলম লেখা থেকে বিরতও থাকে তবুও আমার সাথে যে ফিরিশতাগণ অবতীর্ণ হয়েছেন তারা তাদের কাজ বন্ধ করতে পারেন না। তাদের হাতে বড় বড় হাতুড়ি

বিশ্বাস রাখি, সেই আক্রমণের দিন সন্নিকট। কিন্তু এ আক্রমণ তরবারী ও কুড়াল দিয়ে হবে না। তরবারী ও বন্দুকের কোন প্রয়োজন হবে না। বরং আধ্যাত্মিক অস্ত্রের মাধ্যমে খোদা তা'লার সাহায্য অবতীর্ণ হবে।

চলমান টিকা ঃ

রয়েছে। এগুলো ক্রুশ ভাঙ্গার ও সৃষ্টি পূজার মূর্তি ধ্বংস করার জন্য দেয়া হয়েছে। ফিরিশতার অবতরণের অর্থ কী তা ভেবে হয়ত কোন ব্যক্তি আশ্চর্যান্বিত হবে।

অতএব এটি স্পষ্ট যে, আল্লাহ্‌র এ রীতি চিরকাল প্রচলিত রয়েছে, যখন কোন রসূল নবী বা মুহাদ্দাস মানবজাতির সংস্কার সাধনের জন্য আকাশ থেকে অবতীর্ণ হন, তখন অবশ্যই তাঁর সাথে তাঁর সহচররূপে এমন সব ফিরিশতারা অবতীর্ণ হন যারা সকল যোগ্যতাসম্পন্ন হৃদয়ে হেদায়াত দান করেন এবং পুণ্যের আগ্রহ সৃষ্টি করেন। আর যতক্ষণ কুফরী ও পথভ্রষ্টতার অন্ধকার দূর হয়ে গিয়ে ঈমান ও সততার প্রভাব দেখা না দেয় ততক্ষণ তারা অনবরত অবতীর্ণ হতে থাকেন। যেমন মহামহিম আল্লাহ্ বলেছেন :

تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ۚ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ ۙ سَلٰمٌ ۛ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝

[সূরা আল্ কাদ্‌র, 97: 5-6, অর্থ : এতে (সে রাত্রিতে) ফিরিশতারা ও কামেল রূহ তাদের প্রভু-প্রতিপালকের আদেশ অনুযায়ী যাবতীয় বিষয়সহ নাযিল হয়। (তখন) পূর্ণ শান্তি বিরাজমান হয়, এটা বিরাজমান থাকে যতক্ষণ উষার উদয় না হয়- অনুবাদক।]

সুতরাং ফিরিশতা ও রুহুল কুদুস (পবিত্রাত্মা)-এর নুযূল অর্থাৎ আকাশ থেকে অবতরণ তখনই হয় যখন এক মহান মর্যাদাশালী পুরুষ খিলাফতের ভূষণে ভূষিত হয়ে এবং ঐশীবাণীতে সম্মানিত হয়ে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। সেই খলীফা বিশেষভাবে রুহুল কুদুস লাভ করেন এবং তাঁর সাথে যে ফিরিশতাগণ থাকেন তাদেরকে পৃথিবীর সকল যোগ্য হৃদয়ে অবতরণ করানো হয়। তখন পৃথিবীর যে যে স্থানে যোগ্য মণি-মুক্তা (পুণ্যাত্মা) থাকে তাদের

আর ইহুদীদের সাথে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হবে। সেই ইহুদী কারা? তারা হলো এ যুগের বাহ্যিকতার উপাসক, যারা সামগ্রিকভাবে ইহুদীদেরকে হুবহু অনুসরণ করেছে। এদের সকলকে আল্লাহ্‌র তরবারী দু'টুকরো করবে

চলমান টিকা ঃ

সকলের উপর সেই জ্যোতির আভা পড়ে। আর সারা বিশ্বে এক জ্যোতির্ময়তা ছড়িয়ে পড়ে। আর ফিরিশতাগণের পবিত্র প্রভাবে সকল হৃদয়ে আপনাআপনিই সৎচিন্তার সৃষ্টি হতে থাকে এবং তৌহীদের প্রতি ভালোবাসা জন্মাতে থাকে। সকল সরল হৃদয়ে সত্যপ্রিয়তা ও সত্যান্বেষণের এক রূহ ফুঁকে দেয়া হয় এবং দুর্বলদেরকে শক্তি দান করা হয়। চারদিকে এমন বাতাস বইতে শুরু করে যা সেই সংস্কারকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সহায়ক হয়। এক গোপন হাতের প্রভাবে মানুষ আপনাআপনিই সততার দিকে ধাবিত হয় এবং সব জাতিতে এক আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। তখন অজ্ঞ লোকেরা মনে করে, জগতের চিন্তাধারা আপনা-আপনিই সত্যের দিকে ফিরে আসছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে এ কাজ হচ্ছে সেই ফিরিশতাগণের যারা আল্লাহ্‌র প্রতিনিধির সাথে আকাশ থেকে অবতীর্ণ হন, ঘুমন্ত লোকদেরকে জাগিয়ে দেন, মোহগ্রস্তদের সতর্ক করেন, বধিরদের কান খুলে দেন, মৃতদের মাঝে প্রাণ-সঞ্চার করেন এবং যারা কবরে পড়ে আছে তাদেরকে বাইরে আনেন। তখন মানুষ একযোগে চোখ মেলতে শুরু করে এবং তাদের হৃদয়ে সেই সকল কথা প্রকাশিত হতে থাকে যা পূর্বে গোপন ছিল। প্রকৃতপক্ষে এ সকল ফিরিশতা আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি থেকে পৃথক নন। বরং তারা তাঁরই চেহারার জ্যোতি এবং তাঁরই সাহসের জ্বলন্ত প্রভাব-স্বরূপ হয়ে থাকেন যিনি তাঁর চৌম্বিক শক্তি দিয়ে প্রত্যেক যোগ্য ব্যক্তিকেই নিজের দিকে আকর্ষণ করেন, সে দৈহিকভাবে নিকটেই থাকুক বা দূরেই থাকুক, সে পরিচিতই হোক বা সম্পূর্ণ অপরিচিতই হোক, এমনকি তার নামও অজানা থাকুক না কেন।

মোট কথা, সেই যুগে পুণ্যের দিকে যে গতি সঞ্চার হয় এবং সত্য গ্রহণের জন্য যে প্রেরণা জন্মে সেই প্রেরণা এশিয়ানদের মাঝেই হোক বা

এবং ইহুদী-প্রকৃতি বিলোপ করে দেয়া হবে। আর প্রত্যেক সত্য গোপনকারী, সংসার-উপাসক এক চক্ষুবিশিষ্ট দাজ্জালকে যার ধর্মচক্ষু নেই- অকাট্য যুক্তির তরবারী দিয়ে হত্যা করা হবে। সত্যের বিজয় হবে এবং ইসলামের জন্য পুনরায় সেই সজীবতা ও উজ্জ্বলতার দিন

চলমান টিকা ঃ

ইউরোপবাসীদের মাঝেই হোক বা আমেরিকায় বসবাসকারীদের মাঝেই হোক, তা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র সেই প্রতিনিধির সাথে অবতীর্ণ ফিরিশতাগণের অনুপ্রেরণায় প্রকাশ পায়। এটা খোদার বিধান। এতে কখনো পরিবর্তন দেখতে পাবে না। আর এটা সুস্পষ্ট ও সহজবোধ্য। যদি তোমরা এ বিষয়ে চিন্তা না কর তবে তা তোমাদের দুর্ভাগ্য। যেহেতু এ অধম ন্যায় ও সত্যসহ খোদা তা'লার পক্ষ থেকে এসেছে তাই তোমরা সত্যতার নিদর্শন চারদিকেই দেখতে পাবে। সে সময় দূরে নয় বরং অতি নিকটে যখন তোমরা আকাশ থেকে ফিরিশতা বাহিনীকে অবতরণ করতে এবং এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকাবাসীদের হৃদয়ে অবতীর্ণ হতে দেখবে। তোমরা কুরআন শরীফ থেকে এ কথা জেনে নিয়েছ, মানুষের হৃদয়কে সত্যের দিকে ফিরিয়ে আনার জন্য আল্লাহ্‌র প্রতিনিধির আবির্ভাবের সাথে সাথে ফিরিশতাগণের অবতরণ জরুরী। অতএব তোমরা এ নিদর্শনের প্রতীক্ষায় থাক। যদি ফিরিশতাগণ অবতীর্ণ না হন এবং তাদের অবতরণের প্রকাশ্য প্রভাব তোমরা জগতে দেখতে না পাও তবে তোমরা মনে করো, আকাশ থেকে কেউই অবতীর্ণ হয় নি। কিন্তু যদি এ সব বিষয় ঘটে যায় তবে তোমরা অস্বীকার করা থেকে বিরত হও যেন তোমরা খোদা তা'লার নিকট অবাধ্য জাতি বলে সাব্যস্ত না হও।

দ্বিতীয় নিদর্শন হলো, খোদা তা'লা এ অধমকে সেই জ্যোতি বিশেষভাবে দান করেছেন যা মনোনীত বান্দাগণ পেয়ে থাকেন এবং যে জ্যোতির সাথে অন্য লোকেরা প্রতিযোগিতা করতে পারে না। অতএব তোমাদের যদি সন্দেহ থাকে তবে প্রতিযোগিতার জন্য আস। কিন্তু নিশ্চিতভাবে জেনো, তোমরা কখনো প্রতিযোগিতা করতে পারবে না। তোমাদের জিহ্বা আছে, কিন্তু হৃদয়

আসবে, যা প্রথম যুগে এসেছিল। আর সেই সূর্য আবার নিজ পূর্ণ গৌরবের সাথে সেভাবে উদিত হবে যেভাবে পূর্বে উদিত হয়েছিল। কিন্তু এখনো এমনটি হয় নি। যতক্ষণ কঠোর পরিশ্রমে আমাদের হৃদয়ে রক্ত না ঝরবে, এর বিকাশের জন্য আমরা আমাদের যাবতীয় আরাম ত্যাগ না করবো এবং ইসলামের গৌরবের জন্য সকল লাঞ্ছনা বরণ না করবো ততক্ষণ আকাশ সেই সূর্যের উদয়কে অবশ্য বিরত রাখবে। **ইসলামের জীবন লাভ আমাদের নিকট হতে এক প্রায়শ্চিত্ত চায়। তা কী? তা হলো, এ পথে আমাদের মৃত্যুবরণ।** ইসলামের জীবন, মুসলমানদের জীবন এবং জীবন্ত খোদার মহিমা-বিকাশ নির্ভর করে এ মৃত্যুর উপরই। অন্য কথায় এরই নাম ইসলাম। খোদা তা'লা

চলমান টিকা ঃ

নেই; দেহ আছে, কিন্তু প্রাণ নেই; চোখের মণি আছে, কিন্তু এতে জ্যোতি নেই। খোদা তা'লা তোমাদেরকে জ্যোতি দান করুন যেন তোমরা দেখতে পাও।

তৃতীয় নিদর্শন হলো, যে বিশিষ্ট মনোনীত নবীর প্রতি তোমরা ঈমান এনেছ বলে দাবি কর সেই পবিত্র নবী (আ.) এ অধম সম্বন্ধে বলে গেছেন, যা তোমাদের সিহাহ্-সিত্তাতে (ছয়টি বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থে) বিদ্যমান আছে। এ সম্পর্কে আজ পর্যন্ত তোমরা কখনো ভেবে দেখ নি। অতএব তোমরা প্রকৃতপক্ষে মহানবী (সা.)-এর গোপন শত্রু। কেননা তোমরা তাঁর সত্যায়নের পরিবর্তে তাঁকে মিথ্যা সাব্যস্ত করার চিন্তায় লেগে আছ। এখন তোমাদের অনেকেই (আমার বিরুদ্ধে) কুফরীর ফতওয়া লিখবে এবং যদি সম্ভব হতো (আমাকে) হত্যা করতে। কিন্তু এ সরকার সেই জাতীয় সরকার নয় যাদের উত্তেজনা বেশি এবং যারা প্রকৃত বিষয় বুঝতে অযোগ্য। এমনও নয় যে, তারা নৈতিক সহিষ্ণুতায় খুব পেছনে পড়ে আছে এবং ইহুদী প্রকৃতিকে জীবিত করে দেখাচ্ছে। যদিও এ সরকারের মাঝে ঈমানের আশিস ও কল্যাণ নেই তথাপি তাদের

এখন এই ইসলামকে জীবিত করতে চাচ্ছেন। এ মহান অভিযানকে কার্যকর করার জন্য তাঁর পক্ষ থেকে সব দিক দিয়ে ফলপ্রসূ এক বিরাট প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা আবশ্যক ছিল। তাই সেই মহাজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান খোদা এ অধমকে সংস্কারের জন্য পাঠিয়ে এমনটিই করেছেন। আর জগদ্বাসীকে সত্য ও সততার প্রতি আকর্ষণ করার জন্য সত্যের সাহায্য ও ইসলাম প্রচার কার্যকে কয়েকটি শাখায় বিভক্ত

চলমান টিকা ঃ

শাসন হিরোডাসের শাসন থেকে অনেক উত্তম যার সাথে হযরত মসীহ্ ইবনে মরিয়মের ব্যাপার ঘটেছিল। আর এ সরকার শান্তি-স্থাপনে, জনহিতকর কাজ বিস্তারে, স্বাধীনতা দানে, প্রজাদের নিরাপত্তা ও শিক্ষা দানে, ন্যায়বিচারপূর্ণ ব্যবস্থায় এবং দুষ্টের দমনে বর্তমান ইসলামী রাজ্যসমূহের চেয়ে বহুগুণে উন্নত।

খোদা তা'লার গভীর প্রজ্ঞা যেভাবে মসীহ্কে ইহুদীদের শাসনামলে ও তাদের সরকারের অধীনে পাঠান নি সেভাবে তিনি এ অধমের ক্ষেত্রেও পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন যাতে বুদ্ধিমানের জন্য তা নিদর্শন হয়। এ যুগের অস্বীকারকারী যদি আমার প্রতি হাসি-বিদ্রুপ করে তাতে আক্ষেপের কিছু নেই। কেননা তাদের পূর্ববর্তীরা সমকালীন নবীগণের সাথে তাদের চেয়েও নিকৃষ্ট ব্যবহার করেছে। মসীহের সাথেও বহুবার হাসি-ঠাট্টা করা হয়েছে। একবার তাঁর সহোদর ভাইয়েরাই তাঁকে পাগল সাব্যস্ত করে কারাগারে আবদ্ধ করতে চেয়েছিল। অনাত্মীয়রা তো তাঁকে কয়েকবার হত্যা করতে সংকল্প করেছিল। আর তারা তাঁর উপর পাথর ছুঁড়ে মেরেছিল এবং অতি ঘৃণার দৃষ্টিতে তাঁর মুখে থু থু ফেলেছিল। কিন্তু যেহেতু তাঁর হাড় ভেঙ্গে দেয়া হয় নি সেজন্য তিনি একজন সুধারণা পোষণকারী ও সাধু ব্যক্তির সাহায্যে বেঁচে গিয়েছিলেন এবং জীবনের বাকী অংশ কাটানোর পর তাঁকে আকাশের দিকে উঠানো হয়েছিল।

মসীহের উক্ত শিষ্যরা এবং দিন-রাতের সহচর ও বন্ধুরাও দুর্বলতা দেখিয়েছিল।

করেছেন। বস্তুত এ সকল শাখার মধ্যে একটি শাখা হলো প্রণয়ন ও প্রকাশনা কার্যক্রম। এর পরিচালনার দায়িত্ব এ অধমের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। আর এ অধমকে সেই আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও সূক্ষ্ম তত্ত্ব শেখানো হয়েছে যা মানবীয় শক্তিতে নয়, কেবল খোদা তা'লার শক্তিতেই জানা যেতে পারে এবং সকল সমস্যা মানবীয় প্রচেষ্টায় নয় বরং পবিত্রাত্মার সাহায্যে সমাধান করে দেয়া হয়েছে।

এ প্রতিষ্ঠানের দ্বিতীয় শাখা হলো- বিজ্ঞাপন ও প্রকাশনা কার্যক্রম, যা

চলমান টিকা ঃ

এক সহচর ত্রিশ টাকা ঘুষ নিয়ে তাঁকে ধরিয়ে দিয়েছিল। আর একজন তাঁর সামনেই তাঁর প্রতি ইঙ্গিত করে তাঁকে অভিশাপ দিয়েছিল। বন্ধুত্বের মহা-দাবিদার অন্যান্য হাওয়ারীরা পালিয়ে গিয়েছিল এবং তাদের হৃদয়ে মসীহ্ সম্পর্কে অনেক ধরনের সন্দেহ সৃষ্টি করে নিয়েছিল। কিন্তু তিনি সত্যবাদী ছিলেন বলে খোদা তা'লা তাঁর মিশনকে (প্রতিষ্ঠানকে) তাঁর মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করেছিলেন। মসীহের পুনর্জীবন লাভ সম্বন্ধে খ্রিষ্টানদের যে বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে তা প্রকৃতপক্ষে তাঁর ধর্মের পুনর্জীবন লাভের প্রতি ইঙ্গিত করে, যাকে মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করা হয়েছে। সুতরাং খোদা তা'লা আমাকেও সুসংবাদ দিয়েছেন, "মৃত্যুর পর আমি তোমাকে পুনরায় জীবন দান করব।" তিনি আরো বলেন, "যাঁরা খোদা তা'লার নৈকট্যপ্রাপ্ত হন তাঁরা মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হয়ে যান।" তিনি আরো বলেন :

میں اپنی چمکار دکھلاؤں گا اور اپنی قدرت نمائی سے تجھے اٹھاؤں گا

(অর্থ- আমি আমার (অস্তিত্বের) ঝলক দেখাব এবং নিজ শক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে তোমাকে উঠাবো-অনুবাদক)।

অতএব আমার দ্বিতীয়বার জীবন লাভের অর্থ আমার উদ্দেশ্যাবলীর জীবন লাভ। কিন্তু অল্প লোকেরাই এ সকল নিগূঢ় রহস্য বুঝতে পারে।

খোদা তা'লার আদেশে পূর্ণ যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে সত্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে অব্যাহত রয়েছে। অন্যান্য জাতির নিকট ইসলামের সত্যতার যুক্তি-প্রমাণাদি পূর্ণরূপে উপস্থাপনের জন্য এ পর্যন্ত বিশ হাজারেরও বেশি লিফলেট ও বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও প্রয়োজনের সময় তা সর্বদা হতে থাকবে।

এ প্রতিষ্ঠানের তৃতীয় শাখা হলো- অতিথিগণ এবং সত্যের অন্বেষণে ও অন্যান্য বিভিন্ন উদ্দেশ্যে আগমনকারী ব্যক্তিগণ যারা এ স্বর্গীয় প্রতিষ্ঠানের সংবাদ পেয়ে নিজ নিজ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের প্রেরণায় সাক্ষাত করতে এসে থাকেন। এ শাখাও দিন দিনই বেড়ে চলেছে। যদিও মাঝে মাঝে অতিথি সমাগম কিছু কম হয় কিন্তু কখনো কখনো খুব জোরে-শোরে তাদের আগমন শুরু হয়ে যায়। বস্তুত এ সাত বছরে ষাট হাজারেরও বেশি অতিথি এসে থাকবেন। এ সকল অতিথির মধ্যে যোগ্য ব্যক্তিগণকে বক্তৃতার সাহায্যে যে পরিমাণ আধ্যাত্মিক কল্যাণ পৌঁছানো হয়েছে এবং তাদের সমস্যার সমাধান করা হয়েছে ও তাদের দুর্বলতা দূর করা হয়েছে তা খোদা তা'লাই অবগত আছেন। কিন্তু এতে কোন সন্দেহ নেই, প্রশ্নকারীদের প্রশ্নের উত্তরে যে মৌখিক বক্তৃতা দেয়া হয়েছে বা দেয়া হয়ে থাকে বা স্থান ও অবস্থাভেদে নিজের পক্ষ থেকে যা কিছু বর্ণনা করা হয়ে থাকে তা কোন কোন দিক দিয়ে পুস্তক প্রকাশনার তুলনায় খুবই কল্যাণকর, ফলপ্রসূ ও দ্রুত হৃদয়গ্রাহী প্রমাণিত হয়েছে। এ কারণেই সকল নবী এ পন্থার প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। খোদা তা'লার বাণী বিশেষভাবে বরং লিখিতভাবে প্রচারিত হয়েছে। এ ছাড়া নবীগণের যত কথা আছে তা সবই নিজ নিজ অবস্থা অনুযায়ী বক্তৃতার আকারে প্রচারিত হয়েছে। নবীগণের সাধারণ রীতি এটাই ছিল, তাঁরা এক বিচক্ষণ বক্তার ন্যায় প্রয়োজনের সময় বিভিন্ন সভা-

সমিতিতে শ্রোতাদের অবস্থানুযায়ী পবিত্রাত্মা থেকে শক্তি লাভ করে বক্তৃতা করতেন। কিন্তু তাঁরা এ যুগের বাক্যবাগীশদের মত ছিলেন না যাদের বক্তৃতার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে কেবল নিজেদের বিদ্যার দৌড় জাহির করা বা নিজেদের মিথ্যা যুক্তি ও কূটতর্ক দ্বারা কোন সাদাসিধা মানুষকে নিজেদের ফাঁদে জড়িয়ে তাদেরকে নিজেদের চেয়েও জাহান্নামের অধিক যোগ্য করা। অন্যদিকে নবীগণ অতি সরলভাবে কথা বলতেন এবং তাঁদের হৃদয়ে যে কথা স্বাভাবিকভাবে উথলে উঠতো তা অন্যদের হৃদয়ে সঞ্চারিত করতেন। তাঁদের পবিত্র বাণী সম্পূর্ণরূপে অবস্থা ও প্রয়োজন অনুযায়ী হতো। তাঁরা শ্রোতাদেরকে খোশগল্প বা কাহিনীর ন্যায় কিছু শোনাতেন না। বরং তাদেরকে রুগ্ন দেখে এবং বিভিন্ন ধরনের আধ্যাত্মিক বিপদে জর্জরিত দেখে চিকিৎসা-স্বরূপ তাদেরকে উপদেশ দিতেন বা অকাট্য যুক্তি দ্বারা তাদের ভুল-ধারণা দূর করতেন। তাঁদের কথাবার্তায় শব্দ থাকতো কম কিন্তু সেগুলোর অর্থ থাকতো অনেক বেশি।

সুতরাং এ অধমও এ নীতিই পালন করে আসছে এবং মেহমান ও অভ্যাগতের যোগ্যতা ও তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী ও তাদের ব্যাধির দিকে লক্ষ্য রেখে সর্বদা বক্তৃতার অধ্যায় খোলা রাখা হয়েছে। *

কেননা অন্যায়কে লক্ষ্যবস্তু হিসেবে বিবেচনা করে তা রোধ করার

* **টিকা** ঃ এখানে একটি বিস্ময়কর ঘটনা উল্লেখযোগ্য। একবার আমার আলীগড় যাবার সুযোগ হয়েছিল। তখন মস্তিষ্কের দুর্বলতাজনিত রোগের দরুন আমি বেশি কথাবার্তা বলার বা অন্য কোন মানসিক পরিশ্রমের কাজ করার উপযোগী ছিলাম না। কিছুকাল পূর্বে কাদিয়ান থাকা কালেও আমার এ রোগের আক্রমণ হয়েছিল। এখনো আমার অবস্থা এমনই যে, বেশি কথা বলার বা সীমার অতিরিক্ত চিন্তা ও গবেষণা করার শক্তি আমার নেই। এ

জন্য প্রয়োজনীয় সদুপদেশের তীর নিক্ষেপ করা এবং বিকৃত নৈতিকতাকে স্থানচ্যুত অঙ্গের অবস্থায় দেখতে পেয়ে একে প্রকৃত আকারে নিজ জায়গায় স্থাপনের চিকিৎসা করা রোগীর সাক্ষাতে হওয়াই সমীচীন এবং অন্য কোন পন্থায় সঠিকভাবে তা হওয়া সম্ভব নয়। এ কারণেই খোদা তা'লা হাজার হাজার নবী ও রসূল পাঠান এবং তাঁদের সাহচর্যে থেকে আশিসমন্ডিত হতে আদেশ দেন, যেন প্রত্যেক যুগের মানুষ তাঁদেরকে চাক্ষুষ দৃষ্টান্তরূপে দেখে এবং তাঁদের অস্তিত্বকে মূর্তিমান ঐশীবাণীরূপে দেখতে পেয়ে তাঁদের অনুসরণ করতে চেষ্টা করে। যদি সাধুগণের সাহচর্যে থাকাটা ধর্মের আবশ্যকীয় বিষয়াবলীর অন্তর্ভুক্ত না হতো, তবে খোদা তা'লা রসূল ও নবীগণকে না পাঠিয়ে

চলমান টিকা ঃ

অবস্থায় মোহাম্মদ ইসমাঈল নামক আলীগড়ের জনৈক মৌলবী সাহেব আমার সাথে সাক্ষাত করেন। তিনি খুবই বিনয়ের সাথে আমাকে বক্তৃতা করার জন্য আবেদন জানান। তিনি বলেন, অনেক দিন থেকে লোকজন আপনার জন্য উদগ্রীব। কোন এক ঘরে সকলে সমবেত হলে আপনি যদি সেখানে বক্তৃতা করতেন তবে বড়ই ভাল হতো। যেহেতু সত্য বিষয়াদি মানুষের নিকট প্রকাশ করার জন্য আমি সর্বদাই উৎসাহী ও আন্তরিকভাবে আগ্রহী, তাই আমি সানন্দে এ আবেদন গ্রহণ করলাম। আর জনসাধারণের সভায় ইসলামের প্রকৃত তাৎপর্য অর্থাৎ "ইসলাম কী জিনিস এবং এখন মানুষ একে কী মনে করে" তা বর্ণনা করতে চাইলাম। মৌলবী সাহেবকে বলেও দেয়া হলো, ইনশাআল্লাহ্ ইসলামের প্রকৃত তাৎপর্য বর্ণনা করা হবে। কিন্তু এরপর আমি খোদা তা'লার পক্ষ থেকে বাধাপ্রাপ্ত হই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমার স্বাস্থ্য ভাল ছিল না বলে আমি মস্তিষ্ক বেশি চালিয়ে কোন শারীরিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হই, তা খোদা তা'লা চান নি। এ জন্য তিনি আমাকে বক্তৃতা করা থেকে বিরত রাখলেন। ইতঃপূর্বেও একবার এরূপই এক ঘটনা ঘটেছিল। আমার

অন্য কোন উপায়ে তাঁর বাণী অবতীর্ণ করতে পারতেন অথবা কেবল প্রাথমিক যুগেই রসূল-প্রেরণ কাজ সীমাবদ্ধ রাখতেন এবং ভবিষ্যতে চিরকালের জন্য নবী, রসূল এবং ওহী প্রেরণের কাজ বন্ধ করে দিতেন। কিন্তু খোদা তা'লার গভীর প্রজ্ঞা ও জ্ঞান কখনো এরূপ হতে দেন নি এবং প্রয়োজনের সময় যখনই ঐশী-প্রেম, খোদাভীতি, ধর্ম-পরায়ণতা ও পবিত্রতা ইত্যাদি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ে বিকার ঘটতে থাকে তখনই পবিত্র পুরুষগণ খোদা তা'লা থেকে বাণী পেয়ে দৃষ্টান্তরূপে জগতে আসতে থাকেন। আর এ দুটি বিষয় একে অন্যের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কেননা সৃষ্টি জীবের সংস্কারের প্রতি সর্বদাই খোদা তা'লার দৃষ্টি থাকায় সর্বদাই এরূপ লোকের আসতে থাকা একান্ত আবশ্যক

চলমান টিকা ঃ

দুর্বল অবস্থায় পূর্ববর্তী নবীগণের কোন একজন কাশ্‌ফ যোগে আমার সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি আমাকে সহানুভূতি ও উপদেশস্বরূপ বলেন,"এত বেশি মানসিক পরিশ্রম কেন কর? এতে তো তুমি অসুস্থ হয়ে পড়বে।" যাহোক, খোদা তা'লার পক্ষ থেকে এটা এক বাধা ছিল এবং মৌলবী সাহেবকে এ অজুহাত জানিয়ে দেয়া হলো। আর এ অজুহাত বাস্তবিকই সত্য ছিল। যারা আমার এ রোগের কঠোর আক্রমণ দেখেছে এবং বেশি কথা বলা বা চিন্তা ও গবেষণার ফলে এ রোগের প্রকোপ বেড়ে যেতে নিজেদের চোখে দেখেছে তারা না জানার দরুন আমার ইলহামের প্রতি বিশ্বাস না করলেও এ কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করবেন, আমি বাস্তবিকই এ ব্যাধিতে আক্রান্ত রয়েছি। লাহোরের অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট ডাক্তার মোহাম্মদ হোসেন খান সাহেব এখন পর্যন্ত আমার চিকিৎসা করছেন। তিনি সব সময় আমাকে এ তাগিদই করেছেন, ব্যাধি থাকা কালে মানসিক পরিশ্রম থেকে আমাকে বিরত থাকতে হবে। ডাক্তার সাহেব আমার এ অবস্থার প্রথম সাক্ষী। এ ছাড়া আমার বন্ধু-বান্ধবগণ আমার এ রোগের সময় এরূপ সেবা করেছেন, যা বর্ণনা করা আমার সাধ্যাতীত। এদের মাঝে রয়েছেন জম্মুর রাজ-চিকিৎসক মৌলবী হেকিম

যাঁদেরকে খোদা তা'লা তাঁর বিশেষ মনোযোগে আধ্যাত্মিক দৃষ্টি দান করে থাকেন এবং তাঁর কাঙ্খিত পথে অবিচলিত রাখেন। নিঃসন্দেহে এটা এক সুনিশ্চিত ও সর্বসম্মত বিষয় যে, জগদ্বাসীর সংস্কারের এ মহান অভিযান কেবলমাত্র কাগজের ঘোড়া দৌড়িয়ে সাধিত হতে পারে না। এজন্য সেই পথেই চলা আবশ্যক যে পথে প্রাচীন কাল থেকে খোদা তা'লার পবিত্র নবীগণ চলে আসছেন। ইসলাম শুরু থেকেই এ কার্যকর ও ফলপ্রসূ পন্থাকে এরূপ দৃঢ়তার সাথে প্রচলন করেছে যে, এর দৃষ্টান্ত অন্য কোন ধর্মে কখনো দেখতে পাওয়া যায় না। কে এরূপ বিরাট জামাতের অস্তিত্ব অন্য কোথাও দেখতে পেয়েছে, যা সংখ্যায় দশ হাজারেরও বেশি হয়ে গিয়েছিল এবং পূর্ণ বিশ্বাস, বিনয় ও

চলমান টিকা ঃ

নূরুদ্দীন সাহেব। তিনি সর্বদা মন-প্রাণ ও ধন দিয়ে আমার সহায়তা করেছেন। আরো রয়েছেন একাউন্টেন্ট মুন্সী আব্দুল হক সাহেব। ইনি খাস লাহোরে চাকুরী ও বসবাস করেন। আমার এ সকল আন্তরিক বন্ধু আমার এ অবস্থার সাক্ষী। কিন্তু আফসোস, যদিও প্রত্যেক মুমিন অপরের সম্বন্ধে সু-ধারণা পোষণ করতে আদিষ্ট হয়েছে তথাপি মৌলবী সাহেব আমার এই অজুহাত সু-ধারণার সাথে হৃদয়ে স্থান দেন নি বরং চূড়ান্ত কু-ধারণার বশবর্তী হয়ে একে মিথ্যা মনে করেছেন। তাঁর এক বন্ধু ডাক্তার জামালউদ্দীন তাঁর সম্পূর্ণ বক্তৃতা লিপিবদ্ধ করে জনগণের মাঝে প্রচার করেছেন। নিম্নে আমার উত্তরসহ তা লিখে দিচ্ছি ঃ

তাঁর উক্তি- আমি তাকে (অর্থাৎ এ অধমকে আলীগড়ে) বলেছিলাম, আগামিকাল জুমুআর দিন আপনি বক্তৃতা করবেন। তিনি এতে প্রতিশ্রুতিও দেন। কিন্তু ভোরে চিঠি আসে, আমাকে ইলহামের মাধ্যমে বক্তৃতা করতে নিষেধ করা হয়েছে। আমার ধারণা, বক্তৃতা করার অযোগ্য বলে এবং পরীক্ষার ভয়ে তিনি অস্বীকার করেছেন।

আত্মত্যাগের সাথে একেবারে আত্মভোলা হয়ে সত্যকে লাভ করার এবং সত্যবাদিতা শেখার জন্য দিন-রাত নবীর (সা.) দুয়ারে পড়ে থাকতো? হযরত মূসা (আ.)-ও এক জামাত লাভ করেছিলেন। তবে তারা যে কিরূপ ও কতখানি উদ্ধত ও অবাধ্য ছিল এবং আধ্যাত্মিক ও প্রকৃত নিষ্ঠা হতে দূরে ছিল ও তা থেকে বঞ্চিত ছিল তা বাইবেল ও ইহুদীদের ইতিহাস পাঠকগণ ভালভাবে জানেন। কিন্তু আঁ হযরত (সা.)-এর জামাত তাঁদের রসূল-মকবুলের পথে এরূপ ঐক্য অর্জন করেছিলেন এবং তাঁর আধ্যাত্মিক রঙে রঙিন হয়ে গিয়েছিলেন যেন ইসলামী ভ্রাতৃত্বের দিক থেকে তাঁরা সত্য সত্যই এক অঙ্গের ন্যায় হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁদের নিত্য দিনের আচার-ব্যবহার ও জীবন ধারায়

চলমান টিকা ঃ

আমার উত্তর- এটা মৌলবী সাহেবের কু-ধারণা বৈ আর কিছুই নয় যা শরীয়তে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ হয়েছে। এটা সৎ স্বভাববিশিষ্ট লোকদের কাজ নয়। আর এর কোন ভিত্তি ও যথার্থতা নেই।

আমি যদি কেবল আলীগড়ে এসে বিশেষভাবে এ উপলক্ষে ইলহাম পাওয়ার দাবি করতাম, তবে নিঃসন্দেহে কু-ধারণা পোষণ করা এক কারণ হতে পারতো। আর অবশ্য এরূপ মনে করা যেতে পারতো যে, আমি মৌলভী সাহেবের বিদ্যার উঁচু মানে এবং এর পারদর্শিতা ও প্রভাবে ভীত হয়েছি এবং এক বাহানা আবিষ্কার করে নিজেকে রক্ষা করেছি। কিন্তু আমি আলীগড়ে আসার ছয় সাত বছর আগেই এ ইলহামের দাবি সারা দেশে প্রকাশ করে দিয়েছিলাম। 'বারাহীনে আহমদীয়া' গ্রন্থের বহু জায়গা এ ইলহামে পরিপূর্ণ।

আমি যদি বক্তৃতা করতে অক্ষম হতাম, তবে 'সুরমায়ে চশমে আরিয়া'-এর ন্যায় যে সকল পুস্তক আমার পক্ষ থেকে বক্তৃতারূপে প্রত্যক্ষ সভায় হাজার হাজার অনুরাগী ও বিরুদ্ধবাদীর সভায় লিপিবদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হয়েছে, তা কেমন করে আমার দুর্বল বক্তৃতা শক্তি থেকে বের হতে পারতো? কেমন

এবং তাঁদের ভিতর ও বাইরে নবুওয়তের জ্যোতি এভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল যেন তাঁরা সকলেই মহানবী (সা.)-এর হুবহু প্রতিচ্ছবি ছিলেন। অতএব এটা ছিল অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের এক বিরাট অলৌকিক নিদর্শন। এর মাধ্যমে প্রকাশ্য পৌত্তলিকরা পরিপূর্ণভাবে এক খোদার উপাসকে পরিণত হয়েছিল আর সর্বদা সংসারে ডুবে থাকা ব্যক্তিরা প্রকৃত প্রেমাস্পদের সাথে এরূপ সম্পর্ক স্থাপন করেছিল যে, তাঁর পথে পানির ন্যায় নিজেদের রক্ত বইয়ে দিয়েছিল। এটা ছিল প্রকৃতপক্ষে এক সত্য ও কামেল নবীর সাহচর্যে নিষ্ঠাপূর্ণ পদক্ষেপে জীবন যাপনের ফলশ্রুতি। সুতরাং এ সম্প্রদায়কে এই ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এ অধম প্রত্যাদিষ্ট হয়েছে। আর এ অধম চায়, সাহচর্যে অবস্থানকারীদের ধারাকে যেন আরো বাড়িয়ে দেয়া যায় এবং রাত

চলমান টিকা ঃ

করে আমার এ উচ্চাঙ্গ মৌখিক বক্তৃতার ধারা আজ পর্যন্ত চলতে পারে যাতে হাজার হাজার বিভিন্ন প্রকৃতির এবং যোগ্যতার লোকদের সাথে সর্বদা মস্তিষ্ক ক্ষয় করতে হয়? আক্ষেপ! হাজার আক্ষেপ এ যুগের অধিকাংশ মৌলবীর প্রতি। হিংসার আগুন এদের অন্তরকে গ্রাস করে ফেলেছে। তারা তো সর্বদাই জনগণকে ঈমান-ভিত্তিক স্বভাব, ভ্রাতৃসুলভ ব্যবহার এবং পরস্পরের প্রতি সুধারণা পোষণের উপদেশ দিয়ে থাকে, আর মিম্বরে উঠে এ সম্বন্ধে খোদার কালামের আয়াত শোনায় কিন্তু নিজেরা এ সকল জ্ঞান ও উপদেশের ধারে কাছেও যায় না। হে হযরত! খোদা তা'লা আপনার চোখ খুলে দিন। এটা কি সম্ভব নয়, খোদা তালা কোন বিশেষ কারণে তাঁর কোন ইলহামপ্রাপ্ত বান্দাকে কোন একটি কাজ করা থেকে বিরত রাখতে পারেন? সম্ভবত এ বিরত রাখার অন্য কারণ এ-ও হতে পারে, যাতে আপনার অভ্যন্তরীণ স্বভাবের একটা পরীক্ষা হয়ে যায় এবং আপনার গুণ ও মেধাসম্পন্ন লোকদের ভিতরকার আবর্জনাও এ উপলক্ষ্যে বেরিয়ে পড়ে।

এখন বাকী রইলো কেবল এ প্রশ্ন, আমি আপনার পান্ডিত্যের বিশালতায় ও

দিন এমন লোকেরা যেন সাহচর্যে থাকে যারা ঈমান, ভালোবাসা ও বিশ্বাস বাড়ানোর আগ্রহ রাখে আর তাদের উপরও যেন সেই জ্যোতি বিকশিত হয় যা এ অধমের উপর বিকশিত হয়েছে এবং তাদেরকে যেন সেই স্বাদ দান করা হয় যা এ অধমকে দান করা হয়েছে, যাতে ইসলামের আলো পৃথিবীতে সাধারণভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং মুসলমানদের ললাট থেকে ঘৃণা ও লাঞ্ছনার কালিমা ধুয়ে যায়। এরই সুসংবাদ দিয়ে মহামহিম খোদা আমাকে পাঠিয়েছেন এবং বলেছেন ঃ

بخرام کہ وقت تو نزدیک رسید و پائے محمدؐیاں بر منار بلند تر محکم اُفتاد

(অর্থ- ধীরে চল, তোমার সময় সন্নিকট; মুসলমানদের পদ মিনারের

চলমান টিকা ঃ

প্রতাপে ভীত হয়ে গেছি। এর উত্তরে আপনি নিশ্চয় জানবেন, যারা অজ্ঞতা ও স্বার্থপরতার আঁধারে হাবুডুবু খাচ্ছে তারা যদি পৃথিবীর সমস্ত দর্শন ও বিজ্ঞানের অধিকারীও হয় তবুও আমার দৃষ্টিতে এক মৃত কীটের চেয়ে তাদের বেশি গুরুত্ব নেই। কিন্তু আপনি এ স্তরের জ্ঞানের লোকও নন। আপনি পুরাতন ধ্যান-ধারণার এক মোল্লা মাত্র। আর অজ্ঞ মোল্লাদের যে হীনমন্যতা থাকে তা আপনার মাঝে রয়েছে। আপনি স্মরণ রাখবেন, আমার নিকট প্রায়ই এমন সব তত্ত্বানুসন্ধানী, বিভিন্ন বিদ্যায় পারদর্শী ও বিপুল জ্ঞানের অধিকারী লোকজন আসেন এবং তারা নিগুঢ় ঐশীতত্ত্ব দ্বারা উপকৃত হন। তাদের তুলনায় যদি আপনাকে মক্তবের ছাত্রও বলি তবুও আপনাকে এমন সম্মান দেয়া হবে যার আপনি যোগ্য নন।

এখনো যদি আপনার সন্দেহের প্রবণতা দূর না হয়ে থাকে এবং কু-ধারণার প্রবৃত্তি দমে না থাকে, তবে আমি খোদা তা'লার সাহায্যে ও অনুগ্রহে আপনার মোকাবেলায় বক্তৃতা করতেও প্রস্তুত রয়েছি। আমি এখন অসুস্থতার দরুন দূরদূরান্তের সফর করতে পারি না। কিন্তু আপনি যদি রাজি হন তবে আমি ভাড়া দিয়ে আপনাকে পঞ্জাবের কেন্দ্র লাহোরের মত জায়গায় এ কাজ আর

উপর সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে- অনুবাদক)।

চতুর্থ শাখা- এ প্রতিষ্ঠানের চতুর্থ শাখা হলো চিঠি-পত্রের কার্যক্রম। এ শাখা থেকে সত্যান্বেষীগণকে বা সত্যের বিরোধীদেরকে চিঠি-পত্র লেখা হয়। প্রকৃতপক্ষে এ যাবৎ নব্বই হাজারেরও বেশি চিঠি এসেছে এবং সেগুলোর উত্তর দেয়া হয়েছে। এ ছাড়া আরো কিছু চিঠি আছে যেগুলোকে নিরর্থক ও অনাবশ্যক বিবেচনা করা হয়েছে। এ চিঠি-পত্র আসার ধারা নিয়মিত চলছে। আর প্রত্যেক মাসে সম্ভবত তিন শ' থেকে সাত শ' বা হাজার পর্যন্ত চিঠিপত্রাদি আদান-প্রদান হয়ে থাকে।

পঞ্চম শাখা- এ প্রতিষ্ঠানের পঞ্চম শাখা হলো শিষ্য ও বয়আত

চলমান টিকা ঃ

এ পরীক্ষার জন্য কষ্ট স্বীকার করে আসার আহ্বান জানাতে পারি। আমি দৃঢ় সংকল্পের সাথে এ প্রতিজ্ঞা করছি এবং আপনার উত্তরের অপেক্ষায় আছি।

তাঁর উক্তি- এ ব্যক্তি একেবারে অপদার্থ এবং এর কোন পান্ডিত্য নেই।

আমার উত্তর- হে হযরত! আমি দুনিয়ার কোন জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার দাবি করি না। এ দুনিয়ার জ্ঞান ও বুদ্ধি দিয়ে আমি কী করবো? এটা আত্মাকে আলোকিত করতে পারে না, অভ্যন্তরীণ ময়লা ধুয়ে দিতে পারে না, বিনয় ও নম্রতা সৃষ্টি করতে পারে না। বরং এটা মরিচার উপর মরিচা জমায় এবং কুফরীর পর কুফরী বাড়িয়ে দেয়। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ আমাকে সাহায্য করেছে এবং আমাকে এরূপ জ্ঞান দান করেছে যা স্কুল কলেজের শিক্ষক থেকে নয় বরং স্বর্গীয় শিক্ষক থেকে পাওয়া যায়। আমার জন্য এটাই যথেষ্ট। আমাকে যদি নিরক্ষর বলা হয় তাতে আমার অপমানের কিছুই নেই বরং তা আমার গৌরবের বিষয়। কারণ আমার এবং গোটা মানব জাতির বরেণ্য মহাপুরুষ নিরক্ষরই ছিলেন যাকে সকল মানুষের সংস্কারের জন্য পাঠানো হয়েছিল। আমি এরূপ মস্তিষ্ককে কখনো সমাদরের যোগ্য মনে করি না যাতে জ্ঞানের অহংকার রয়েছে অথচ এর ভিতরে ও বাইরে অন্ধকারে ভরপুর। কুরআন শরীফ খুলে

গ্রহণকারীগণের ধারা। এটা খোদা তা'লা তাঁর বিশেষ ওহী ও ইলহাম দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বস্তুত তিনি (খোদা তা'লা) এ ধারা প্রতিষ্ঠা করার সময় আমাকে বলেছেন, "পৃথিবীতে পথভ্রষ্টতার ঝড় উঠেছে। এ ঝড়ের সময় তুমি এই কিশতি (নৌকা) তৈরি কর। যে ব্যক্তি এ কিশতিতে আরোহণ করবে না তার জন্য মৃত্যু আসন্ন।" খোদা তা'লা আরো বলেছেন, "যে ব্যক্তি তোমার হাতে হাত রাখবে, সে তোমার হাতে নয় বরং খোদা তা'লার হাতে হাত রাখবে।" এই মহামহিম খোদা আমাকে সুসংবাদ দিয়েছেন, "তোমাকে মৃত্যু দেব এবং আমার দিকে ওঠাবো। কিন্তু তোমার খাঁটি অনুসারী ও প্রেমিকেরা কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে এবং তারা সর্বদাই অস্বীকারকারীদের উপর বিজয়ী হয়ে থাকবে।"

চলমান টিকা ঃ

গাধার দৃষ্টান্ত সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা কর। তা কি যথেষ্ট নয়?

তাঁর উক্তি- আমি ইলহাম সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি কিছুটা অর্থহীন উত্তর দিয়ে চুপ হয়ে যান।

আমার উত্তর- আমার স্মরণ আছে, খুবই অর্থপূর্ণ উত্তর দেয়া হয়েছিল। যার কিছুমাত্র বুদ্ধি ও বিচারবোধ আছে তার জন্য সেটাই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু আপনি বোঝেন নি। এতে কার কলঙ্ক হয়েছে, আপনার না অন্য কারো? সেই প্রশ্নটিই কোন পত্রিকায় প্রকাশ করুন। এবং পুনরায় আপনার খোশ-খেয়ালীর পরীক্ষা করিয়ে নিন।

তাঁর উক্তি- কখনো বিশ্বাস হয় না, এই হযরতই এরূপ উত্তম রচনাবলীর লেখক।

আমার উত্তর- আপনি কেমন করে বিশ্বাস করবেন? এ বিশ্বাসতো তাদেরও (কাফিরদেরও) হয় নি যারা আঁ হযরত (সা.)-কে স্বচক্ষে দেখেছিল। গভীর

এই প্রতিষ্ঠানের পাঁচ প্রকারের শাখা খোদা তা'লা নিজ হাতে স্থাপন করেছেন। যদিও কোন ভাসা-ভাসা দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি কেবল পুস্তক প্রণয়ন শাখাকে প্রয়োজনীয় মনে করবে এবং অন্যান্য শাখাকে অপ্রয়োজনীয় ও বৃথা মনে করবে তথাপি খোদা তা'লার দৃষ্টিতে এগুলো সবই প্রয়োজনীয়। আর তিনি যে সংস্কার করতে চেয়েছেন তা এ পাঁচটি পন্থা অবলম্বন করা ছাড়া বাস্তবায়িত হতে পারে না। যদিও এ সকল কার্যক্রম খোদা তা'লার বিশেষ সাহায্য ও অনুগ্রহের উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে এবং এগুলো সম্পন্ন করার জন্য তিনিই যথেষ্ট আর তাঁরই সুসংবাদপূর্ণ সব প্রতিশ্রুতি স্বস্তিদায়ক তথাপি তাঁরই আদেশ ও প্রেরণায় মুসলমানগণের মনোযোগ সাহায্যের প্রতি আকর্ষণ করা

চলমান টিকা ঃ

কুসংস্কারে আচ্ছন্ন থাকার দরুন নবীর উৎকৃষ্ট গুণাবলীও তাদের চোখে ধরা দেয় নি। তারা এটাই বলতো, তাঁর মুখ থেকে বের হওয়া এ হৃদয়গ্রাহী কথা এবং যে কুরআন মানুষকে শোনানো হয়, তা প্রকৃতপক্ষে অন্য লোকদের রচনা যারা সকালে ও সন্ধায় তাঁকে গোপনে শিখিয়ে থাকে। আর একদিক থেকে সেই কাফিররাও সত্য বলেছিল এবং মৌলবী সাহেবের মুখ থেকেও সত্যই বেরিয়েছে। কেননা নিঃসন্দেহে কুরআন শরীফের বাণী, মাধুর্য ও প্রজ্ঞা আঁ হযরত (সা.)-এর চিন্তাশক্তির বহু উর্ধ্বে বরং সমস্ত সৃষ্ট জীবের শক্তির উর্দ্ধে। আর সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান ছাড়া আর কারো দ্বারা সেই বাণী তৈরী হতে পারে না। তদ্রুপেই এ অধম যে সকল পুস্তক লিখে প্রকাশ করেছে সেগুলোও প্রকৃতপক্ষে ঐশী সাহায্যের ফলে হয়েছে এবং তা এ অধমের ক্ষমতা ও জ্ঞানের উর্দ্ধে। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের বিষয় হলো, মৌলবী সাহেবের এ ত্রুটি অনুসন্ধানের দরুন 'বারাহীনে আহমদীয়া' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ একটি ভবিষ্যদ্বাণীও পূর্ণ হয়েছে। এই ভবিষ্যদ্বাণীটি হলো, কোন কোন লোক এ লেখা পড়ে বলবে, এ পুস্তক এ ব্যক্তির লেখা নয়, بل اعانه عليه قومٌ اٰخرون (বরং অন্যান্য লোক তাকে এর রচনায় সাহায্য করেছে- অনুবাদক)। 'বারাহীনে

হচ্ছে, যেভাবে সমস্যাবলী দেখা দেয়ার সময় খোদা তা'লার অতীতের সব নবী মনোযোগ আকর্ষণ করে এসেছেন। অতএব সেই একই মনোযোগ আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যেই আমি বলছি, এ কথা সুস্পষ্ট যে, এ পাঁচটি শাখা উত্তমরূপে ও ব্যাপকভাবে চালু রাখার জন্য মুসলমানগণের সমষ্টিগত সাহায্যের অতি প্রয়োজন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, পুস্তক প্রকাশনা কার্যক্রমের কথাই ভেবে দেখ। পূর্ণভাবে প্রচারের উদ্দেশ্যে যদি আমরা এ কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করি, তাহলে এর সম্পাদনের জন্য আমাদের অনেক অর্থের প্রয়োজন হবে। কেননা প্রকৃতপক্ষে পুরোপুরি প্রচার কাজই যদি আমাদের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে

চলমান টিকা ঃ

আহমদীয়া' ২৩৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

তাঁর উক্তি- সৈয়্যদ আহমদ আরবকে আমি নিষ্ঠাবান বলে জানি। তিনি আমাকে সরাসরি বলেছেন, "আমি দু'মাস তাঁর বিশেষ ভক্তদের দলে ছিলাম এবং আমি প্রত্যেক বিশেষ সময়ে উপস্থিত থেকে গুপ্ত অনুসন্ধানের ও পরীক্ষার দৃষ্টিতে মাঝে মাঝে যাচাই করে বুঝতে পেরেছি, প্রকৃতপক্ষে তাঁর নিকট জ্যোতিষী যন্ত্র আছে। তিনি এটা দিয়ে কাজ সম্পাদন করেন।

আমার উত্তর-

تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَآءَنَا وَاَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَاَنْفُسَنَا وَاَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَّعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ

(সূরা আলে ইমরান 3:62)

অর্থঃ এসো, আহ্বান করি আমরা আমাদের পুত্রদেরকে, তোমরা তোমাদের পুত্রদেরকে, আমাদের নারীদেরকে ও তোমাদের নারীদেরকে, আমাদের নিজেদেরকে ও তোমাদের নিজেদেরকে। অতঃপর আকুলভাবে দোয়া করি

আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত আমরা যেন গবেষণা ও সূক্ষ্ম-তত্ত্বের মণি-মুক্তায় পরিপূর্ণ এবং সত্যান্বেষীগণকে সৎপথে আকর্ষণকারী ধর্মীয় বই-পুস্তক অতি সত্বর এবং প্রচুর পরিমাণে এরূপ লোকদের নিকট পৌঁছাতে পারি যারা কুশিক্ষায় প্রভাবান্বিত হয়ে সর্বনাশা ব্যাধিতে আক্রান্ত বা প্রায় মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে গেছে। আর সর্বদা এ বিষয়ের প্রতিও আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে, পথভ্রষ্টতার মরণ-বিষে যে দেশের বর্তমান অবস্থা নিতান্তই বিপদাপন্ন হয়ে পড়েছে সে দেশে যেন অবিলম্বে আমাদের বই-পুস্তক ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রত্যেক সত্যান্বেষীর হাতে যেন এ সকল পুস্তক দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু এটা সুস্পষ্ট, আমরা যদি সর্বদা হৃদয়ে এ ধারণা পোষণ করি যে, আমাদের বই-পুস্তক

চলমান টিকা ঃ

এবং মিথ্যাবাদীর উপর দিই আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত- অনুবাদক)। আমার পক্ষ থেকে প্রকৃতপক্ষে উত্তর এটাই, যা আমি খোদার উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে লিখে দিলাম। আমার কখনো স্মরণ হয় না সেই সৈয়্যদ আহমদ সাহেব কোন বুযুর্গ ছিলেন যিনি দু'মাস আমার সাথে ছিলেন। এর প্রমাণের ভার মৌলবী সাহেবের জিম্মায়। তাকে আমার সামনে হাজির করুন যেন তাকে জিজ্ঞেস করা যায় তিনি কোন্ কোন্ যন্ত্র আমার নিকট দেখেছিলেন। যেহেতু আমি এখনো জীবিত আছি সেজন্য মৌলবী সাহেব নিজেই দু'মাস অবস্থান করে দেখে নিন। অন্য কোন আরবী বা আজমীর মধ্যস্থতার কি প্রয়োজন?

তাঁর উক্তি- ইলহামের বাক্যগুলো সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করলে সেগুলোকে আমার কখনো ইলহাম বলে বিশ্বাস হয় না।

আমার উত্তর- সে সকল লোকের বিশ্বাস হয় নি, তাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'লা বলেন:

كَذَّبُوا بِاٰيٰتِنَا كِذَّابًا

(সূরা আন নাবা 78:29, অর্থ: আমাদের নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলে

বিক্রির মাধ্যমে হওয়া উচিত তবে এ লক্ষ্য সম্পূর্ণরূপে অর্জন করা কখনো সম্ভব নয়। কেবল বিক্রির মাধ্যমে বই-পুস্তকের প্রচার করা এবং ব্যক্তিগত স্বার্থে দুনিয়াকে ধর্মে ঢুকিয়ে দেয়া খুবই অকেজো ও আপত্তিকর পদ্ধতি। এর কুফলে আমরা নিজেদের বই-পুস্তক শীঘ্রই পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিতে এবং তা প্রচুর পরিমাণে লোকদেরকে দিতে পারবো না। নিঃসন্দেহে এ কথা সত্য এবং সম্পূর্ণরূপে সত্য, আমরা

চলমান টিকা ঃ

সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করতো- অনুবাদক)। ফেরাউনের বিশ্বাস হয় নি। ইহুদী পন্ডিত ও বিদ্বানগণের বিশ্বাস হয় নি। আবু জাহল, আবু লাহাবের বিশ্বাস হয় নি। কিন্তু তাঁদেরই বিশ্বাস হয়েছিল যাঁরা মনের দিক থেকে বিনয়ী এবং হৃদয়ের দিক থেকে পবিত্র ছিলেন।

ایں سعادت بزور بازو نیست تانہ بخشد خدائے بخشندہ

(অর্থ : এ সৌভাগ্য বাহুবলে লাভ হয় না, যে পর্যন্ত পরম দাতা তা দান না করেন- অনুবাদক)।

তাঁর উক্তি- দাবিকারক হওয়া উচ্চ শালীনতা ও মর্যাদা বিরোধী। তাঁর এ কথা বলা, "যে অস্বীকার করে সে এসে দেখুক" তাঁর এ সমস্ত দাবি অবান্তর।

আমার উত্তর- এ সকল কথা মানুষের পক্ষ থেকে নয় বরং তাঁর পক্ষ থেকে যাঁর নিকট প্রত্যেক দাবি পৌঁছায় এবং যাঁর নিকট কিছুই গোপন নয়। অতএব কোন সত্যের উপাসক এগুলোকে গ্রহণযোগ্য নয় বলতে পারে? হ্যাঁ এটা সত্য, কোন অস্বাভাবিক বিষয়ের দাবি কোন নবীও করতে পারেন না। কিন্তু নবী, রসূল বা মোহাদ্দাসের মাধ্যমে এরূপ দাবি খোদা তা'লার পক্ষ থেকেও কি বৈধ নয়?

তাঁর উক্তি- আমি সাক্ষাতের ফলে একেবারে অবিশ্বাসী হয়ে পড়েছি। আমার মতে 'মোয়াহেদ' (তৌহীদবাদী) যে কেউ তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবে সে তাঁর

এক লক্ষ পুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করলে মাত্র বিশ দিনে সেগুলো যেভাবে দূর-দূরান্তের বিভিন্ন দেশে পৌঁছাতে পারবো এবং সাধারণভাবে প্রত্যেক সম্প্রদায়ে ও প্রত্যেক স্থানে তা ছড়িয়ে দিতে পারবো আর প্রত্যেক সত্যান্বেষী ও সত্যপিপাসুকে তা দিতে পারবো, মূল্য গ্রহণ করলে সেরূপ ও সে ধরনের উঁচু মানের কাজ আমরা হয়ত বিশ

চলমান টিকা ঃ

প্রতি বিশ্বাসী থাকবে না। তিনি শেষ মুহূর্তে নামায পড়েন এবং জামাতে নামায পড়ার ধার ধারেন না।

আমার উত্তর- মৌলবী সাহেবের অবিশ্বাসী হওয়াতে আমি কোন পরোয়া করি না। কিন্তু তার মিথ্যা এবং মিথ্যারোপ ও চরম কুধারণা দেখে অত্যন্ত অবাক হয়েছি। হে দয়ালু মহামহিম খোদা! এ উম্মতের প্রতি দয়া কর। এ জাতীয় মৌলবীদেরকে এ উম্মতের পথপ্রদর্শক, হেদায়াতকারী ও পৃষ্ঠপোষক মনে করা হয়েছে।

এখন পাঠকগণ এ আপত্তির কথাও ভেবে দেখুন যা সংকীর্ণতা ও হিংসা-বিদ্বেষের উত্তেজনায় মৌলবী সাহেবের মুখ থেকে বেরিয়েছে। এটা প্রকাশ্য ব্যাপার যে, এ অধম মাত্র কয়েক দিন মুসাফির হিসেবে আলীগড়ে অবস্থান করেছিল। মুসাফিরের জন্য ইসলামী শরীয়ত যে সকল সুযোগ-সুবিধা দিয়েছে, সেগুলো ভোগ করা আমার জন্য এক জরুরী কর্তব্য ছিল। কেননা এ সকল সুযোগ-সুবিধাকে স্থায়ীভাবে পাশ কাটিয়ে যাওয়া অধার্মিকতার রীতি বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। অতএব আমি তা-ই করেছি যা করা উচিত ছিল। আর আমি এটা অস্বীকার করতে পারি না, আমি উল্লিখিত কয়েক দিনের মুসাফিরী অবস্থায় কখনো কখনো রসূল (সা.)-এর রীতি অনুযায়ী দু'নামাযকে জমা করেছি এবং মাঝে মাঝে যুহরের শেষভাগে যুহর ও আসর উভয় নামায একত্র করে পড়েছি। কিন্তু মুয়াহেদ (অর্থাৎ আহলে হাদীস) সাহেবগণ তো কখনো কখনো ঘরেই নামায জমা করে পড়ে ফেলেন এবং সফর ও বৃষ্টির কারণ ছাড়াও بلاسفرٍومطرٍ তা করে থাকেন। আমি এ কথাও অস্বীকার

বছরেও করতে পারবো না। বিক্রি করতে হলে বই-পুস্তক আলমারীতে বন্ধ করে কখন কে আসে বা চিঠি পাঠায় এরূপ ক্রেতার অপেক্ষায় বসে থাকতে হবে। এমনও হতে পারে, এ দীর্ঘ প্রতীক্ষার কালে আমরা নিজেরাই এ পৃথিবী থেকে বিদায় নেব আর বই-পুস্তক আলমারীতে বন্ধ অবস্থাতেই থেকে যাবে।

চলমান টিকা ঃ

করতে পারি না, আমি উক্ত কয়েকদিন নিয়মিতভাবে মসজিদে উপস্থিত হতে পারি নি। কিন্তু আমার শারীরিক অসুস্থতা ও সফরের অবস্থা থাকা সত্ত্বেও আমি সম্পূর্ণরূপে তা ছেড়েও দিই নি। সুতরাং মৌলবী সাহেবের জানা থাকবে, আমি তাঁর পেছনে জুমুআর নামায পড়েছিলাম। এ নামায আদায় হওয়া সম্পর্কে এখন আমার সন্দেহ হচ্ছে। এটা সত্য এবং সম্পূর্ণরূপে সত্য, আমি সর্বদা সফরের সময় মসজিদে উপস্থিত হতে অরুচিই বোধ করি। কিন্তু 'মাআয্-আল্লাহ্' (আল্লাহ্র আশ্রয় চাই) এটা আলস্যের দরুন নয় বা আল্লাহ্র বিধি-বিধানকে অবজ্ঞা করে নয়। বরং এর আসল কারণ হলো, এ যুগে আমাদের দেশের অধিকাংশ মসজিদের অবস্থা অত্যন্ত মন্দ ও আক্ষেপযোগ্য হয়ে পড়েছে। এ সকল মসজিদে গিয়ে আপনি যদি ইমামতি করার ইচ্ছা করেন তবে যিনি ইমামের পদে আছেন তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েন এবং তার চেহারা নীল ও পিংগল হয়ে যায়। আর যদি তাদের পেছনে নামায পড়া হয় তবে নামায আদায় হওয়া সম্বন্ধে আমার সন্দেহ থাকে। কেননা প্রকাশ্যভাবে প্রমাণিত, এরা ইমামতিকে এক পেশা হিসেবে গ্রহণ করে রেখেছে। পাঁচ ওয়াক্ত মসজিদে গিয়ে তাঁরা নামায পড়ে না বরং পাঁচ বেলায় গিয়ে তারা যেন এক দোকান খোলে। আর এ দোকানের উপরই তাদের ও তাদের পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণ নির্ভর করে। সুতরাং এ পেশার বিচ্যুতি বা নিয়োগকে কেন্দ্র করে মোকাদ্দমা পর্যন্ত গড়ায় এবং মৌলবী সাহেবগণ তাদের পক্ষে ইমামতির রায় পাওয়ার জন্য আপীলের পর আপীল করে বেড়ান। অতএব এটা ইমামতি নয়। এটাতো হারামখোরীর এক ঘৃণ্য পন্থা। এরূপ

অতএব বিক্রির গন্তব্য খুবই সঙ্কীর্ণ। তা আমাদের মূল উদ্দেশ্যের একান্ত পরিপন্থী এবং কয়েক বছরের কাজ শত বছর পিছিয়ে দেবে। মুসলমানদের মাঝে আজ পর্যন্ত এরূপ কোন প্রশস্ত হৃদয় ও মহান সাহস-সম্পন্ন ধনী ব্যক্তি কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য আমাদের নতুন প্রকাশিত বই-পুস্তক বিপুল সংখ্যায় কিনে নিয়ে তা বিতরণের প্রতি মনোযোগী হয় নি। আর মুসলমানদের মাঝে খ্রিষ্টান মিশনের ন্যায় কোন সোসাইটিও নেই যা এ কাজে সাহায্য করতে পারে।*

চলমান টিকা ঃ

কুপ্রবৃত্তির জালে আপনিও কি আটকা পড়ে নন? এমতাবস্থায় কেমন করে কোন ব্যক্তি দেখে শুনে নিজ ঈমান নষ্ট করতে পারে? নবী করীম (সা.)-এর হাদীসে মসজিদে মুনাফিকদের একত্র হওয়াকে আখেরী যামানার (শেষ যুগের) এক লক্ষণ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এ ভবিষ্যদ্বাণীটি এই মোল্লা সাহেবদের সম্পর্কেই করা হয়েছে যারা মেহরাবে দাড়িয়ে মুখে কুরআন শরীফ পড়ে এবং মনে মনে রুটি গুণে। আমি জানি না, সফরের অবস্থায় যোহর-আসর বা মাগরিব-এশা জমা করা কখন থেকে নিষিদ্ধ হয়েছে এবং বিলম্বে নামায পড়া নিষিদ্ধ বলে কে ফতওয়া দিয়েছে। এটাই আশ্চর্যের ব্যাপার, আপনার দৃষ্টিতে নিজ মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়া তো (অর্থাৎ গীবত করা- অনুবাদক) হালাল কিন্তু সফরের অবস্থায় যোহর-আসর একত্র করে পড়া একেবারে হারাম।

اتقوا الله أيها الموحدون فان الموت قريب والله يعلم ما تكتمون

(অর্থাৎ হে 'তৌহীদবাদীগণ'! আল্লাহ্‌কে ভয় করুন। নিশ্চয় মৃত্যু সন্নিকট এবং আপনারা যা গোপন করেন আল্লাহ্ তা-ও অবগত আছেন- অনুবাদক)।

* **টিকা ঃ** বলা হয়েছে, বৃটিশ ফরেন বাইবেল সোসাইটি এর প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে অর্থাৎ বিগত একশ' বছরে খৃষ্ট ধর্মের সাহায্যে ও সমর্থনে সাত কোটিরও বেশি নিজেদের ধর্মীয় বই-পুস্তক বিতরণ করে পৃথিবীতে ছড়িয়ে গিয়েছে। ১৮৯০ সালের অক্টোবর ও নভেম্বর মাসের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত এ বিষয়টি

জীবনেরও কোন ভরসা নেই যাতে আমরা দীর্ঘ জীবনের আশায় কোন দূরবর্তী সময়ের অপেক্ষায় থাকবো। সুতরাং আমি আমার বই-পুস্তক প্রকাশনার ক্ষেত্রে শুরু থেকেই আবশ্যকীয়ভাবে এ নীতি নির্ধারণ করে রেখেছি যেন বই-পুস্তকের বিপুল অংশ যতটা সম্ভব বিনামূল্যে বিতরণ করে দেয়া হয় যাতে সত্যের আলোতে ভরপুর এ সকল পুস্তক শীঘ্রই ও ব্যাপকভাবে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু যেহেতু এ গুরুভার একাকী বহন করার মত আমার ব্যক্তিগত সামর্থ্য ছিল না আর তাছাড়া অন্যান্য শাখার বিরাট ব্যয়ভার এ শাখার সাথে সম্পৃক্ত ছিল তাই এ মুদ্রণ ও প্রকাশনা কাজ কিছুদূর অগ্রসর হয়ে বন্ধ হয়ে যায়। আজও তা বন্ধই আছে। খোদা তা'লা এ প্রতিষ্ঠানের সকল শাখাকে একই দৃষ্টিতে দেখেছেন এবং এর সবগুলোরই সমানভাবে পরিপূর্ণতা ও এর সবগুলোরই প্রতিষ্ঠা দেখতে চান। কিন্তু এ পাঁচটি শাখার ব্যয় এত বেশি যে, এর জন্য নিষ্ঠাবান লোকদের বিশেষ মনোযোগ ও সহানুভূতি প্রয়োজন। আমি যদি এ ধর্মীয় কাজের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের বিস্তারিত বিবরণ লিখতে চাই, তবে এ প্রবন্ধের কলেবর অনেক বেড়ে যাবে।

কিন্তু হে ভাইয়েরা! তোমরা দৃষ্টান্ত স্বরূপ কেবল অভ্যাগত ও অতিথি শাখার প্রতিই লক্ষ্য করে দেখ। এ পর্যন্ত প্রায় ষাট হাজার বা এর চেয়ে কিছু বেশি অতিথি এসেছেন। এখন তোমরা অনুমান করতে পার, এ

চলমান টিকা ঃ

বর্তমান কালের সঙ্গতিশীল অথচ সৎকাজে শিথিল মুসলমানদের গভীর মনোযোগ ও লজ্জার সাথে পড়া উচিত যে, এ সকল পুস্তক কি বিক্রেতাদের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে, না কোন একটি জাতির উদ্যমশীল সোসাইটি নিজেদের ধর্মের সেবায় বিনামূল্যে বিতরণ করেছে?

প্রিয় অতিথিগণের সেবা-যত্ন, আপ্যায়ন ও ভোজনে কত খরচ হয়ে থাকবে এবং তাদের শীতকালীন ও গ্রীষ্মের আরামের জন্য জরুরী ভিত্তিতে কত কিছু প্রস্তুত করতে হয়েছে। নিঃসন্দেহে কোন দূরদর্শী ব্যক্তি এটা ভেবে আশ্চর্যান্বিত হবে, এত বিপুল সংখ্যক লোকের আতিথেয়তার যাবতীয় সরঞ্জাম ও তাদের মর্যাদা রক্ষার সব উপকরণ কিভাবে যথাসময়ে যোগাড় হয়েছে এবং ভবিষ্যতে কীসের ভিত্তিতে এরূপ বড় কাজ চলবে। তদ্রুপ ইংরেজী ও উর্দুতে বিশ হাজার বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়েছে এবং তা বারো হাজারের কিছু বেশি বিরুদ্ধবাদীদের নেতা ও প্রধানদের নামে রেজিষ্ট্রি করে পাঠানো হয়েছে। আর ভারতবর্ষে এমন একজনও পাদ্রী নেই যার নামে সেই বিজ্ঞাপন রেজিষ্ট্রি করে পাঠানো হয় নি বরং ইউরোপ ও আমেরিকায়ও বিজ্ঞাপন রেজিষ্ট্রি যোগে পাঠিয়ে যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপনের কাজ পূর্ণ করা হয়েছে। এ সকল খরচের বিষয় চিন্তা করলে কি আশ্চর্যান্বিত হতে হয় না, এত অল্প তহবিল নিয়ে এ সকল ব্যয় কেমন করে বহন করা হচ্ছে! এগুলো তো হলো বড় বড় ব্যয়। প্রতি মাসে চিঠি-পত্র পাঠাতে যে ব্যয় বহন করতে হয় তা পরীক্ষা করলে দেখা যাবে এর পরিমাণও অনেক বেশি। এটা নিয়মিত জারী রাখার জন্য এখন পর্যন্ত কোন সহায়ক ব্যবস্থা নেই। আর যারা বয়আত গ্রহণ করে সত্যের অনুসন্ধানে আসহাবে-সুফ্ফার [অর্থাৎ যে সকল সাহাবী নিজ বাড়ী-ঘর ছেড়ে সর্বদা রসূলে করীম (সা.)-এর সাহচর্যে থাকতেন] ন্যায় আমার কাছে থাকতে চায় তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্যও আমি আকাশ পানে তাকিয়ে আছি। আমি জানি এই পাঁচ শাখা কায়েম রাখার উপায় সেই সর্বশক্তিমান খোদা উদ্ভাবন করে দেবেন যাঁর বিশেষ ইচ্ছায় এ প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি রচিত হয়েছে। কিন্তু প্রচারের দিকে লক্ষ্য রেখে জাতিকে এ বিষয়ে অবহিত করা আবশ্যক। আমি শুনেছি কোন কোন অজ্ঞ ব্যক্তি আমার

সম্পর্কে এ অভিযোগ ছড়াচ্ছে যে, লোকের নিকট থেকে 'বারাহীনে আহমদীয়া' গ্রন্থের মূল্য এবং কিছু চাঁদা বাবদ প্রায় তিন হাজার টাকা আদায় হয়েছে কিন্তু এখন পর্যন্ত গ্রন্থটি সম্পূর্ণরূপে মূদ্রিত হয় নি। এর উত্তরে আমি তাদেরকে জানাচ্ছি, লোকদের নিকট থেকে যে টাকা পাওয়া গেছে মাত্র তিন হাজার নয় বরং এ ছাড়া আরো সম্ভবত প্রায় দশ হাজার টাকা এসে থাকবে। এটা গ্রন্থের জন্য চাঁদা ছিল না এবং গ্রন্থের মূল্য বাবদও দেয়া হয় নি। বরং কোন কোন দোয়া প্রার্থী কেবল নজরানাস্বরূপ তা দিয়েছিলেন বা কোন কোন বন্ধু কেবল ভালোবাসায় অনুপ্রাণিত হয়ে খেদমত করেছিলেন।

সুতরাং এ সমুদয় টাকাই এ প্রতিষ্ঠানের অপরিহার্য ও উপস্থিত প্রয়োজনীয় কাজে মাঝে মাঝে খরচ হতে থাকে। যেহেতু খোদা তা'লার প্রজ্ঞা সেই গ্রন্থ প্রণয়নে বিলম্ব ঘটিয়েছিল তাই খোদার নির্দেশে প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শাখা থেকে এর জন্য কোন টাকা বাঁচানো সম্ভব হয় নি। এ গ্রন্থের মুদ্রণে বিলম্ব ঘটার ক্ষেত্রে এ প্রজ্ঞা ছিল যেন এ বিরতি কালে লেখকের নিকট কোন কোন সূক্ষ্ম-তত্ত্ব ও সত্য পূর্ণরূপে উদ্ঘাটিত হয়ে যায় এবং বিরুদ্ধবাদীদের সমস্ত উত্তেজনা প্রকাশিত হয়ে পড়ে। এখন যেহেতু আল্লাহ্ পুনরায় ইচ্ছা করেছেন যেন অন্যান্য প্রণয়ন কাজ পূর্ণ হয় তাই তিনি এ আমন্ত্রণমূলক প্রবন্ধ লেখার দিকে আমার মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। অতএব এখন আমার এ সকল বই-পুস্তক লেখার কাজ পূর্ণ করা একান্ত প্রয়োজন। বারাহীনের অনেকাংশের মুদ্রণ বাকী আছে। যদি তা প্রস্তুত হয়ে যায় তবে তা ক্রেতাদেরকে এবং সেসব লোককে পাঠাতে হবে যাদেরকে কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য প্রথম খন্ড দেয়া হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও দেয়ার প্রতিশ্রুতি রয়েছে। এভাবে অন্যান্য পুস্তক, যেমন-

آشعۃالقُرآن،سراج منیر، تجدید دین،اربعین فی علامات المقربین

(আশিআ'ত উল কুরআন, সিরাজে মুনীর, তাজদীদে দীন, আরবাঈন ফি আলামাতিল মুকার্‌রাবীন) এবং কুরআন শরীফের এক তফসীর লেখারও ইচ্ছা আছে।

আমার হৃদয়ে খ্রিষ্টান ও অন্যান্য মিথ্যা ধর্মের খন্ডনে এবং সেসব ধর্মের পত্রপত্রিকার মোকাবেলায় মাসিক একখানা পত্রিকা প্রকাশ করার প্রেরণাও রয়েছে। এসব কাজ অনবরত সচল রাখার জন্য মূলধন ও আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করা ছাড়া এর মাঝে আর কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। এটা যদি আমাদের যোগাড় হয়ে যায় যাতে আমাদের একটি প্রেস হয়, একজন কপি লেখক সর্বদা আমাদের কাছে থাকে এবং যাবতীয় প্রয়োজনীয় খরচের উপায় হয় অর্থাৎ যদি কাগজের মূল্য ও ছাপা খরচ এবং কপি লেখকের বেতন বাবদ সব খরচের টাকা সময় সময় যোগাড় হতে থাকে তাহলে সেই পাঁচটি শাখার এ একটি শাখার সার্বিক উন্নয়নের যথেষ্ট ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

হে ভারতবর্ষ! তোমার মাঝে কি এমন কোন সাহসী সম্পদশালী ব্যক্তি নেই যিনি আর কিছু না হলেও অন্তত এ একটি শাখার ব্যয়ভার বহন করতে পারেন? যদি পাঁচজন সঙ্গতিশীল মু'মিন এ সময়ের গুরুত্ব বুঝতে পারেন তবে তাঁরা এ পাঁচ শাখার ব্যয়ভার নিজ নিজ দায়িত্বে নিতে পারেন। হে মহামহিম খোদা! তুমি স্বয়ং এসব হৃদয়কে জাগিয়ে দাও। ইসলামের উপর এখনো এরূপ নিঃস্ব অবস্থা আসে নি। হৃদয়ের সংকীর্ণতা আছে বটে কিন্তু তারা (অর্থাৎ মুসলমানেরা) রিক্ত নয়। যাদের পূর্ণ সঙ্গতি নেই তারাও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে নিজ নিজ আর্থিক সঙ্গতি অনুযায়ী মাসিক সাহায্য হিসেবে কিছু

কিছু অর্থ এ প্রতিষ্ঠানকে দান করতে পারেন। আলস্য, ঔদাসীন্য ও কুধারণা দিয়ে কখনো ধর্মের উপকার সাধিত হতে পারে না। কুধারণা গৃহকে ধ্বংস করে দেয় এবং পরস্পরের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করে। দেখ, যারা নবীর যুগ পেয়েছিলেন, ধর্ম প্রচারের জন্য কতভাবেই না তারা আত্মত্যাগ করেছিলেন। যেভাবে এক ধনী তার প্রিয় ধন-সম্পদ ধর্মের পথে উপস্থিত করে দিয়েছেন সেভাবেই দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করে বেড়ানো ভিক্ষুক নিজের সাধের রুটির টুকরোয় পূর্ণ থলে উপস্থাপন করে দিয়েছেন। খোদা তা'লার পক্ষ থেকে বিজয় আসা পর্যন্ত তারা এইরূপই করেছেন। মুসলমান হওয়া সহজ নয়। মুমিন উপাধি পাওয়াও সহজ নয়। অতএব হে লোক সকল! মুমিনগণকে যে সত্যের রূহ্ দেয়া হয়ে থাকে, যদি তোমাদের মাঝে তা থাকে তবে আমার এ আহ্বানকে ভাসা-ভাসা দৃষ্টিতে দেখো না। পুণ্য অর্জনের চেষ্টা কর। খোদা তা'লা আকাশ থেকে তোমাদেরকে দেখছেন, এ পয়গাম শুনে তোমরা কী উত্তর দাও?

হে মুসলমানেরা! তোমরা যারা পূর্ববর্তী স্থির-প্রতিজ্ঞ মুমিনগণের শেষ নিদর্শন এবং পুণ্যবানগণের বংশধর, অস্বীকার ও কুধারণা পোষণে তাড়াহুড়ো করো না, আর সেই ভীতিপ্রদ মহামারীকে ভয় কর যা তোমাদের চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে এবং যার মরণ ফাঁদে অগণিত লোক ফেঁসে গেছে। তোমরা দেখছ, ইসলাম ধর্মকে নির্মূল করার জন্য কত জোরে শোরে চেষ্টা চালানো হচ্ছে। তোমাদেরও কি চেষ্টা করা কর্তব্য নয়? ইসলাম মানুষের পক্ষ থেকে আসে নি, যাতে এটা মানুষের চেষ্টায় ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। কিন্তু যারা এর মূল উপড়ানোর জন্য সচেষ্ট তাদের জন্য আক্ষেপ! আর দ্বিতীয়ত- আক্ষেপ তাদের জন্য যাদের নিকট তাদের স্ত্রী, তাদের সন্তান-সন্ততি ও তাদের নিজেদের ভোগ-বিলাসের জন্য সব কিছু থাকে কিন্তু ইসলামের জন্য

তাদের পকেটে কিছুই থাকে না! হে অলসেরা! তোমাদের জন্য আক্ষেপ! ইসলামের বাণীর মর্যাদা বাড়ানো এবং ধর্মের জ্যোতি দেখানোর জন্য এখন তোমাদের কোন শক্তি নেই। কিন্তু ইসলামের আলো বিকাশের জন্য খোদা তা'লা কর্তৃক স্থাপিত প্রতিষ্ঠানকেও কৃতজ্ঞতার সাথে গ্রহণ করতে পারছ না। আজকাল ইসলাম একটি সিন্ধুকে বন্ধ করে রেখে দেয়া প্রদীপের ন্যায় অথবা সেই মিষ্টি পানির উৎসের ন্যায় যা আবর্জনা দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে। এ কারণেই ইসলাম অবনতির অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এর সুন্দর চেহারা দেখা যায় না। এর মনোহর অবয়ব চোখে পড়ে না। এর প্রিয় আকৃতি দেখানোর জন্য মুসলমানদের আপ্রাণ চেষ্টা করা এবং ধন কি ছার, বরং পানির মত রক্ত বইয়ে দেয়াও উচিত ছিল। কিন্তু তারা তা করে নি। তারা নিজেদের চরম অজ্ঞতার দরুন এই ভুলে ফেঁসে আছে- 'পূর্বের লিখিত পুস্তকাদি কি যথেষ্ট নয়?' তারা জানে না, নিত্য নতুন আঙ্গিকে যে সকল নৈরাজ্য ও বিভ্রান্তি প্রকাশিত হচ্ছে তা দূর করার জন্যও নিত্য নতুন পদ্ধতিরই আবশ্যক। আর এছাড়া প্রত্যেক যুগে অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ার সময় যে নবী, রসূল ও সংস্কারক আসতেন তখন কি পূর্বেকার সব কিতাব থাকতো না? অতএব হে ভাইয়েরা! অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ার সময় আকাশ থেকে আলো অবতীর্ণ হওয়া একান্ত আবশ্যক। আমি এ প্রবন্ধেই বর্ণনা করে এসেছি, খোদা তা'লা সূরা আল্ কদরে বলেছেন, বরং মুমিনদেরকে সুসংবাদ দিয়েছেন যে, তাঁর বাণী ও তাঁর নবীকে 'লায়লাতুল কদরে' আকাশ থেকে অবতীর্ণ করা হয়েছে। খোদা তা'লার পক্ষ থেকে আগত প্রত্যেক সংস্কারক ও মুজাদ্দিদ লায়লাতুল কদরেই অবতীর্ণ হন। তোমরা কি বোঝ লায়লাতুল কদর কী? লায়লাতুল কদর সেই অন্ধকার যুগের নাম যার অন্ধকার শেষ সীমায় পৌঁছে যায়। এ জন্য সেই যুগ এ অন্ধকার দূর করার জন্য স্বাভাবিকভাবে এক

জ্যোতি অবতীর্ণ হওয়ার তাকিদ দেয়। সেই যুগের নাম রূপকভাবে লায়লাতুল কদর রাখা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা রাত নয়। তা এক যুগের নাম যা আঁধারের দরুন রাতের তুল্য। নবীর মৃত্যু বা তাঁর আধ্যাত্মিক প্রতিনিধির মৃত্যুর পর যখন হাজার মাস গত হয়ে যায় যা মানবীয় আয়ুর যুগকে প্রায় শেষ করে দেয় এবং মানবীয় হুশ-অনুভূতির বিদায়ের সংবাদ দেয় তখন এ রাত নিজ রূপ দেখাতে আরম্ভ করে এবং গেঁড়ে বসে। তখন স্বর্গীয় কার্যক্রমে এক বা একাধিক সংস্কারকের বীজ গোপনে বপন করা হয় যাঁরা নতুন শতাব্দীর শিরোভাগে প্রকাশিত হবার জন্য ভিতরে ভিতরেই প্রস্তুত হতে থাকেন। এ কথার প্রতিই ইঙ্গিত করে মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ বলেছেন:

لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۙ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ۝

(সূরা আল কাদর, 97: 4)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি এ লায়লাতুল কদরের জ্যোতি দেখেছে এবং যুগ সংস্কারকের সাহচর্যের সম্মান লাভ করেছে, সে সেই আশি বছরের বৃদ্ধের চাইতে উত্তম, যে এ জ্যোতির্ময় যুগ পায় নি। যদি এ সময়ের এক মুহূর্তও কেউ পেয়ে যায় তবে এই এক মুহূর্ত এর পূর্ববর্তী হাজার মাস থেকেও উত্তম। কেন উত্তম? কারণ লায়লাতুল কদরে খোদা তা'লার ফিরিশতা ও রূহুল কুদুস মহামহিমান্বিত প্রভু-প্রতিপালকের আদেশে সেই সংস্কারকের সাথে আকাশ থেকে অবতীর্ণ হন। এটা অনর্থক নয়। বরং এর কারণ হলো সকল যোগ্য হৃদয়ে যেন তাঁরা অবতরণ করেন এবং শান্তির পথ খুলে দেন। সুতরাং যে পর্যন্ত ঔদাসীন্যের অন্ধকার দূর হয়ে হেদায়াতের প্রভাত দৃশ্যমান হয়ে না যায় সে পর্যন্ত তাঁরা সকল পথ খুলতে ও সকল পর্দা সরিয়ে দিতে মগ্ন থাকেন।

এখন হে মুসলমানেরা! মনোযোগের সাথে এ সব আয়াত পড়, খোদা তা'লা সে যুগের কত প্রশংসা করেছেন যে যুগে তিনি কোন সংস্কারককে প্রয়োজনের সময় পৃথিবীতে পাঠিয়ে থাকেন। তোমরা কি এমন যুগের কদর করবে না? তোমরা কি খোদা তা'লার আদেশাবলীকে ঠাট্টার চোখে দেখবে?

অতএব হে ইসলামের সঙ্গতিশীল ব্যক্তিগণ! দেখুন, আমি আপনাদেরকে এ পয়গাম পৌঁছে দিচ্ছি, খোদা তা'লার পক্ষ থেকে স্থাপিত এই সংস্কারসাধনকারী প্রতিষ্ঠানকে আপনাদের কদর, সম্পূর্ণ মনোযোগ ও পূর্ণ নিষ্ঠাসহ সাহায্য করা এবং এর সকল শাখাকে সম্মানের চোখে দেখে খুব শীঘ্র এর সেবার কর্তব্য সম্পাদন করা উচিত। যে ব্যক্তি নিজ ক্ষমতা অনুসারে মাসিক কিছু কিছু দান করতে চান, তিনি একে অবশ্য কর্তব্য ও পরিশোধযোগ্য দানস্বরূপ মনে করে নিজে নিজেই প্রতি মাসে নিজ চেষ্টায় আদায় করুন। এ দানকে প্রকৃতই আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে এক নজরানা-স্বরূপ নির্ধারণ করে তা আদায়ে বিরত হবেন না বা অবহেলা করবেন না। যিনি এককালীন সাহায্যস্বরূপ দিতে চান, তিনি সেভাবেই সাহায্য করুন। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে, সেই মূল বিষয়টি হলো এ ব্যবস্থাই যাতে অব্যাহত গতিতে এ প্রতিষ্ঠানের কাজ-কর্ম চলতে থাকার আশা করা যায় যাতে ধর্মের প্রকৃত হিতাকাঙ্খীর নিজ নিজ আয় অনুসারে এরূপ সহজসাধ্য চাঁদা মাসিক ভিত্তিতে আদায় করা নিজেদের এক অবশ্যপালনীয় অঙ্গীকার মনে করে যা কোন আকস্মিক বাধা দেখা না দিলে অনায়াসে আদায় করতে পারেন। হ্যাঁ, যাকে মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ সঙ্গতি ও মনের বল দান করেছেন তিনি এই মাসিক চাঁদা ছাড়াও তার সাহসের বিশালতা ও সঙ্গতি অনুযায়ী এককালীন সাহায্যও করতে পারেন।

আর তোমরা হে আমার বন্ধুরা! আমার প্রিয়রা! আমার বৃক্ষরূপ অস্তিত্বের সবুজ শাখারা! তোমাদের উপর বর্ষিত খোদা তা'লার অনুগ্রহে তোমরা আমার বয়আত করেছ এবং নিজেদের জীবন, নিজেদের আরাম ও নিজেদের ধনসম্পদ এ পথে বিলিয়ে দিচ্ছ। যদিও আমি জানি, আমি যা-ই বলবো তা স্বীকার করে নেয়াকে তোমরা নিজেদের সৌভাগ্য মনে করবে এবং তোমাদের শক্তি অনুযায়ী তা করতে কুণ্ঠিত হবে না তথাপি এ খেদমতের জন্য আমি নিজ মুখে নির্দিষ্ট কোন কিছু তোমাদের উপর ধার্য করতে পারবো না যেন তোমাদের খেদমত আমার বলার দরুন বাধ্যতামূলক না হয়ে তোমাদের নিজেদের খুশীতেই হয়। আমার বন্ধু কে? আর আমার প্রিয়ই বা কে? সে-ই, যে আমাকে চেনে। আমাকে কে চেনে? কেবল সে-ই, যে আমার সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে, আমি (খোদা কর্তৃক) প্রেরিত হয়েছি এবং আমাকে সেভাবেই গ্রহণ করে যেভাবে প্রেরিত পুরুষগণকে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। দুনিয়া আমাকে গ্রহণ করতে পারে না কেননা আমি দুনিয়া থেকে নই। কিন্তু যাদের প্রকৃতিতে সেই (আধ্যাত্মিক) জগতের অংশ দেয়া হয়েছে তারা আমাকে গ্রহণ করেন এবং করবেন। আমাকে যে বর্জন করে সে তাকে বর্জন করে যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন। আর যে আমার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে সে তাঁর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে যাঁর পক্ষ থেকে আমি এসেছি। আমার হাতে এক প্রদীপ আছে। যে আমার নিকট আসে সে অবশ্যই এ আলো থেকে অংশ পাবে। কিন্তু যে ব্যক্তি সন্দেহ ও কুধারণার দরুন দূরে সরে পড়ে তাকে অন্ধকারে ছুঁড়ে ফেলা হবে।

এ যুগের দুর্ভেদ্য দুর্গ আমি। যে ব্যক্তি আমাতে প্রবেশ করে সে চোর, দস্যু ও হিংস্র জন্তু থেকে নিজ প্রাণ রক্ষা করে। কিন্তু যে ব্যক্তি আমার

প্রাচীর থেকে দূরে থাকতে চায় তার চারদিকে মৃত্যু বিরাজমান এবং তার লাশও নিরাপদ নয়। আমাতে কে প্রবেশ করে? সে-ই, যে পাপ বর্জন করে ও পুণ্য অবলম্বন করে এবং বক্রতা ছেড়ে সাধুতার দিকে অগ্রসর হয় ও শয়তানের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে খোদা তা'লার এক অনুগত দাসে পরিণত হয়। যে-ই এরূপ করবে সে আমার এবং আমি তার। কিন্তু এরূপ করতে কেবল সে-ই সক্ষম হয় যাকে খোদা তা'লা পবিত্রতা সাধনকারী ব্যক্তির ছায়াতলে আশ্রয় দেন। তখন খোদা তা'লা সেই ব্যক্তির নফসের দোযখের ভিতর নিজের পা রেখে দেন। তখন তা এরূপ ঠান্ডা হয়ে যায় যেন তাতে কখনো আগুন ছিল না। তখন সে উন্নতির পর উন্নতি করতে থাকে। এমনকি খোদা তা'লার রূহ তার মাঝে অবস্থান করে এবং এক বিশেষ জ্যোতির্বিকাশসহ হৃদয়ে বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালকের অধিষ্ঠান হয়। তখন তার পুরাতন মনুষ্যত্ব জ্বলে ছাই হয়ে যায় এবং এক নতুন ও পবিত্র মনুষ্যত্ব তাকে দান করা হয়। খোদা তা'লাও এক নতুন খোদা হয়ে তার সাথে এক নতুন ও বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন করেন। তার স্বর্গীয় জীবনের সকল পবিত্র উপকরণ এ জগতেই সে পেয়ে যায়।

আমি এখানে এ কথা প্রকাশ না করে এবং কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে পারছি না, খোদা তা'লার অনুগ্রহ ও করুণা আমাকে একা ছাড়েন নি। আমার সাথে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপনকারীগণ এবং খোদা তা'লার নিজ হাতে প্রতিষ্ঠিত এ সিলসিলায় প্রবেশকারীগণ ভালোবাসা ও আন্তরিকতার রঙে বিস্ময়করভাবে রঙিন। আমার নিজের পরিশ্রমের নয় বরং খোদা তা'লা তাঁর বিশেষ অনুগ্রহে সততায় ভরপুর এসব হৃদয় আমাকে দান করেছেন। সকলের আগে আমি আমার এক আধ্যাত্মিক ভাইয়ের নাম উল্লেখ করতে হৃদয়ে প্রেরণা অনুভব

করি। তাঁর নাম তাঁর আন্তরিকতার নূর (জ্যোতি) অনুযায়ী 'নূরে দীন'। তিনি ইসলামের বাণীর মর্যাদা বাড়ানোর জন্য তাঁর বৈধ ধন-সম্পদ ব্যয় করে এমন কোন কোন ধর্মীয় সেবা করছেন যা আমি সব সময় আক্ষেপের দৃষ্টিতে দেখে থাকি। হায়! সেসব সেবা যদি আমার দ্বারাও সম্পাদিত হতো। তাঁর হৃদয়ে ধর্মের সাহায্য সহযোগিতার জন্য যে প্রেরণা রয়েছে তা ভাবলে আল্লাহ্ অসীম শক্তির ছবি আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে, তিনি কিরূপে তাঁর বান্দাদেরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে নেন! তিনি তাঁর সমস্ত ধন-সম্পদ, সমস্ত শক্তি ও সকল উপায়-উপকরণসহ আল্লাহ্ ও রসূলের আজ্ঞা পালনের জন্যে সব সময় প্রস্তুত রয়েছেন। কেবল সুধারণার দরুন নয় বরং আমার অভিজ্ঞতা থেকে নিশ্চয় আমি এটা সুনিশ্চিত জানি, আমার পথে ধন-সম্পদ কেন বরং প্রাণ এবং সম্মানও উৎসর্গ করে দিতে তিনি কুণ্ঠিত নন। আমি যদি অনুমতি দিতাম তবে তিনি এ পথে সবকিছু বিলিয়ে দিয়ে তাঁর আধ্যাত্মিক সাহচর্যের ন্যায় দৈহিক সাহচর্যের দায়িত্ব এবং সময় আমার সংসর্গে থাকার কর্তব্য পালন করতেন। তাঁর কোন কোন চিঠির কয়েকটি লাইন নমুনাস্বরূপ পাঠকগণের সামনে উপস্থিত করছি যাতে তারা জানতে পারেন জম্মু রাজ্যের রাজ-চিকিৎসক আমার প্রিয় ভাই মৌলবী হাকীম নুরুদ্দীন ভেরবী ভালোবাসা ও আন্তরিকতায় কত উন্নতি করেছেন। আর সেই লাইনগুলো হলো :

"মাওলানা, মুরশিদানা, ইমামানা! আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলী জনাব! আমার দোয়া হলো, আমি যেন সব সময় হুযূরের সমীপে হাজির থাকি এবং ইমামুযযামানকে (যুগ ইমামকে) যে লক্ষ্যে ও উদ্দেশ্যে সংস্কারক করা হয়েছে আমি

যেন সেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারি। অনুমতি হলে চাকুরী থেকে ইস্তফা দিয়ে দিন-রাত হুযূরের মহান খেদমতে পড়ে থাকবো বা যদি আদিষ্ট হই তবে হুযূরের দৈহিক সঙ্গ ছেড়ে দিয়ে পৃথিবীতে ঘুরবো এবং লোকদেরকে সত্য ধর্মের দিকে আহ্বান জানাবো আর এ পথেই প্রাণ দেব। আমি আপনার পথে উৎসর্গীকৃত। আমার যা কিছু আছে তা আমার নয়, আপনার। হযরত পীর ও মুরশিদ! আমি পূর্ণ সরলতা ও আন্তরিকতার সাথে নিবেদন করছি, আমার সমস্ত ধন-সম্পদ যদি ধর্ম প্রচারে ব্যয় হয়ে যায় তবে আমার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সফল হবে। বারাহীনের ক্রেতাগণ যদি গ্রন্থের মুদ্রণ কাজ স্থগিত থাকার দরুন অস্থির হয়ে থাকে তবে আমাকে আমার পক্ষ থেকে তাদের আদায়কৃত সমস্ত মূল্য ফেরৎ দেয়ার নগণ্য সেবার অনুমতি দিন। হযরত পীর ও মুরশিদ! এ অযোগ্য ও লজ্জাবনত অধম আরো নিবেদন জানাচ্ছে, যদি আমার এ আবেদন মঞ্জুর হয় তবে তা হবে আমার সৌভাগ্য। এটাই আমার ইচ্ছা, বারাহীনের সম্পূর্ণ মুদ্রণ ব্যয় আমার উপর ন্যস্ত করা হোক এবং মূল্য বাবদ যা আদায় হয় সেই টাকা আপনার প্রয়োজনে ব্যয় হোক। আপনার সাথে আমার ফারুকী (হযরত উমর ফারুকের ন্যায়) সম্পর্ক। আমি সবকিছু এ পথে বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত। দোয়া করবেন আমার মৃত্যু যেন সিদ্দীকের মৃত্যু হয়।"

যেভাবে সম্মানিত মৌলবী সাহেবের সত্যনিষ্ঠা, সৎ-সাহস, তাঁর সাহসিকতা ও আত্মত্যাগ তাঁর কথায় প্রকাশ পায়, এর চেয়ে বেশি প্রকাশ পাচ্ছে তাঁর কাজে ও একনিষ্ঠ সেবায়। তিনি তাঁর ভালোবাসা ও আন্তরিকতার পূর্ণ প্রেরণায় তাঁর সব কিছু এমনকি তাঁর পরিবারের ভরণ-পোষণের প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রীও এ পথে বিলিয়ে দিতে চান। ভালোবাসার আবেগে ও উন্মাদনায় তাঁর আত্মা তাঁকে তাঁর শক্তির চেয়ে বেশি অগ্রসর হতে অনুপ্রাণিত করছে। আর তিনি সদা-সর্বদা

সেবায় লেগে আছেন।* কিন্তু যে গুরুভার বহন করা একটি দলের কাজ এর সবটাই এরূপ এক আত্মোৎসর্গকারীর উপর ন্যস্ত করা বড় ধরনের নিষ্ঠুরতা। মৌলবী সাহেব নিঃসন্দেহে এ সেবা প্রদানের জন্য তাঁর সমস্ত সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হতে এবং আইয়ুব নবীর মত "আমি একা এসেছি এবং একাই যাব" বলতে প্রস্তুত হবেন। কিন্তু এ কর্তব্য গোটা জাতির উপর ন্যস্ত। খোদা ও তাঁর বান্দার মাঝে ঈমানের যে নাযুক সম্পর্ক গড়ে ওঠা উচিত, বর্তমান যুগ একে প্রচন্ডভাবে ঝাঁকুনি দিয়ে নাড়িয়ে দিচ্ছে। এ বিপদসঙ্কুল ও নৈরাজ্যের যুগে সকলে অবশ্যই যেন নিজ নিজ শুভ পরিণামের জন্য চিন্তিত হয় এবং যে সৎ কাজের উপর 'নাজাত' (অর্থাৎ পরিত্রাণ) নির্ভর করে, নিজের প্রিয় ধনসম্পদ বিলিয়ে দিয়ে ও প্রিয় সময়কে ধর্মের সেবায় নিয়োগ করে তা লাভ করে। আর খোদা তা'লার সেই অপরিবর্তনীয় ও অটল বিধানকে অবশ্য যেন ভয় করে যা তিনি তার প্রিয় বাণীতে বলেছেন:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۬

(সূরা আলে ইমরান, 3: 93) অর্থাৎ যদি তোমরা খোদা তা'লার পথে তোমাদের প্রিয় ধন-সম্পদ ব্যয় না কর তবে যাতে নাজাত লাভ হয় এমন প্রকৃত পুণ্য তোমরা কখনও অর্জন করতে পারবে না।

* **টিকা** ঃ ফিকাহ্, হাদীস ও তফসীর সম্বন্ধে হযরত মৌলবী সাহেবের উন্নত মানের জ্ঞান রয়েছে। দর্শন এবং প্রাচীন ও আধুনিক প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে তাঁর দৃষ্টি খুবই চমৎকার। চিকিৎসা শাস্ত্রে তিনি একজন সুদক্ষ চিকিৎসক। প্রত্যেক প্রকার শাস্ত্রের বই-পুস্তক মিশর, আরব, সিরিয়া ও ইউরোপ থেকে আনিয়ে তিনি এক দুর্লভ গ্রন্থাগার গড়েছেন। অন্যান্য বিদ্যায় তিনি যেরূপ একজন খ্যাতিমান পন্ডিত তদ্রুপ ধর্মীয় বিতর্কেও তাঁর খুবই ব্যাপক বিচক্ষণতা রয়েছে। তিনি বহু মূল্যবান পুস্তকের লেখক। সম্প্রতি উল্লিখিত ব্যক্তিই 'তাসদীকে বারাহীনে আহমদীয়া' পুস্তক লিখেছেন। এটা প্রত্যেক জ্ঞান-পিপাসু গবেষকের দৃষ্টিতে মণিমুক্তা থেকেও বেশি মূল্যবান।

এখন আমি আমার কয়েকজন আন্তরিক বন্ধুর কথাও উল্লেখ করা সমীচীন মনে করি যাঁরা এ স্বর্গীয় জামাতে প্রবেশ করেছেন এবং আমার প্রতি ঐকান্তিক ও আন্তরিক ভালোবাসা পোষণ করেন। ভ্রাতা **শেখ মুহাম্মদ হুসেন মুরাদাবাদী** তাঁদের একজন। ইনি মুরাদাবাদ থেকে কাদিয়ান এসে কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য বর্তমানে এ প্রবন্ধের মুদ্রণের জন্য কপি লিখছেন। আমি উক্ত শেখ সাহেবের পবিত্র অন্তর আয়নার ন্যায় দেখতে পাচ্ছি। তিনি কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য আমার প্রতি ঐকান্তিক আন্তরিকতা ও ভালোবাসা পোষণ করেন। তাঁর হৃদয় আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে প্রেমে পূর্ণ এবং তিনি একজন অতি আশ্চর্য গুণসম্পন্ন মানুষ। আমি তাঁকে মুরাদাবাদের জন্য এক উজ্জ্বল প্রদীপ মনে করি আর আশা রাখি তাঁর মঝে যে ভালোবাসা ও আন্তরিকতার আলো রয়েছে তা একদিন অন্যান্যদের মাঝেও সঞ্চারিত হবে। যদিও শেখ সাহেব স্বল্প সঙ্গতিসম্পন্ন তথাপি হৃদয়ের দিক থেকে তিনি উদার ও প্রশস্ত এবং তিনি আমার সব ধরনের সেবা-যত্নে রত থাকেন আর ভালোবাসায় ভরপুর বিশ্বাস তাঁর শিরা-উপশিরায় বয়ে যাচ্ছে।

উল্লিখিত ভ্রাতাগণের মধ্যে **ভেরা নিবাসী হাকীম ফযল দীন** অন্যতম। এ বুযুর্গ হাকীম সাহেব আমার প্রতি যেরূপ ভালোবাসা, আন্তরিকতা শুভ কামনা ও হৃদ্যতা পোষণ করেন আমি তা বর্ণনা করতে অক্ষম। তিনি আমার প্রকৃত হিতাকাঙ্খী, আমার প্রতি আন্তরিক সহানুভূতিশীল এবং সত্য উপলব্ধিকারী ব্যক্তি। খোদা তা'লা এ বিজ্ঞাপন লেখার প্রতি আমার মনোযোগ আকর্ষণ করার পর এবং তাঁর বিশেষ ইলহাম দ্বারা আমাকে আশা-ভরসা দেয়ার পর আমি কয়েকজন লোকের নিকট এ বিজ্ঞাপন লেখার কথা উল্লেখ করেছি। কেউই এ বিষয়ে আমার সাথে একমত হন নি। কিন্তু আমার এ প্রিয় ভ্রাতার নিকট এ বিষয়ের উল্লেখ না করা সত্ত্বেও তিনি নিজেই বিজ্ঞাপন লেখার জন্য আমাকে

অনুপ্রেরণা দেন এবং এর খরচ বাবদ তাঁর পক্ষ থেকে এক শ' টাকা দেন। আমি তাঁর ঈমানী সূক্ষ্মদর্শিতায় অবাক হলাম, তাঁর ইচ্ছা খোদা তা'লার ইচ্ছার সাথে মিলে গেছে। তিনি সব সময় পর্দার আড়ালে থেকে সেবা করে আসছেন এবং গোপনে কয়েকশ' টাকা কেবল ابتغاءً لمرضات الله (অর্থ: আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য- অনুবাদক) এ পথে দিয়েছেন। খোদা তা'লা তাঁকে উত্তম প্রতিদান দিন। উল্লিখিত ভ্রাতাগণের মধ্যে পাটিয়ালার অন্তর্গত সামানার মরহুম ও মগফুর **মির্যা আযম বেগ সাহেব** অন্যতম। তাঁর চির বিচ্ছেদে আমার হৃদয় বড়ই ব্যথিত হয়েছে। তিনি ১৩০৮ হিজরীর রবিউস সানীর দু'তারিখে এ নশ্বর জগত থেকে বিদায় নিয়েছেন।

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ۔ اَلْعَيْنُ تَدْمَعُ وَالْقَلْبُ يَحْزُنُ وَاِنَّا بِفِرَاقِهٖ لَمَحْزُوْنُوْنَ

(অর্থ : আমরা সবাই আল্লাহ্‌র এবং তাঁরই দিকে আমরা ফিরে যাব। চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছে এবং হৃদয় দুঃখে ভারাক্রান্ত। নিশ্চয় আমরা তাঁর বিচ্ছেদে বেদনাতুর- অনুবাদক)।

মরহুম মির্যা সাহেব কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য আমাকে যেরূপ ভালোবাসতেন এবং আমাতে তিনি যেরূপ আত্মবিলীন হচ্ছিলেন সেই প্রেমের মার্গ বর্ণনা করার ভাষা আমি কোত্থেকে পাব? তাঁর অকাল মৃত্যুতে আমি যে দুঃখ ও বেদনা পেয়েছি আমার বিগত জীবনে এর তুলনা কমই দেখতে পাই। তিনি আমাদের পথ-প্রদর্শক ও অগ্রদূত। দেখতে না দেখতে তিনি আমাদের নিকট থেকে বিদায় নিলেন। যতদিন আমরা বেঁচে থাকবো ততদিন তাঁর বিরহ-বেদনা কখনো ভুলবো না।

دردیست دردلم کہ گراز پیش آب چشم بردارم آستین برود تابدامنم

তাঁর বিরহ স্মরণ হলে মনে এক উদাস ভাব সৃষ্টি হয়, শোকে অন্তর বেদনাতুর হয়। হৃদয়ে বিষাদের সৃষ্টি হয় এবং চোখে অশ্রু বইতে থাকে।

তাঁর পুরো সত্তা ভালবাসায় পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। মরহুম মির্যা সাহেব তাঁর ভালোবাসার আবেগ প্রকাশে বড় বাহাদুর ছিলেন। তিনি তাঁর সারা জীবন এ পথে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। আমার মনে হয় না তিনি অন্য কোন কিছু স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারতেন। মির্যা সাহেবের আর্থিক সঙ্গতি যদিও কম ছিল তথাপি যে ধর্ম-সেবা তিনি সব সময় করতেন সে ব্যাপারে ধন-সম্পদ তাঁর নিকট ধূলাবালির চেয়েও মূল্যহীন ছিল। ঐশী জ্ঞানের নিগুঢ় তত্ত্ব বোঝার ক্ষেত্রে তিনি অতি সূক্ষ্ম মেধার অধিকারী ছিলেন। এ অধমের প্রতি তিনি যে ভালোবাসাপূর্ণ দৃঢ়বিশ্বাস রাখতেন তা ছিল খোদা তা'লার পূর্ণ ক্ষমতা ও আধিপত্যের এক অলৌকিক ঘটনা। তাঁকে দেখলে মন-মেজাজ এরূপ আনন্দিত হয়ে উঠতো যেরূপ ফুলে ফলে ভরা বাগান দেখলে মন-মেজাজ আনন্দিত হয়। বাহ্যত তিনি তাঁর উত্তরাধিকারীদেরকে এবং তাঁর অল্প বয়স্ক ছেলেকে অতি দুর্বল, নিঃস্ব ও অসহায় অবস্থায় রেখে গেছেন। হে সর্বশক্তিমান খোদা! তুমি তাদের রক্ষক ও অভিভাবক হও আর আমার প্রেমিকগণের হৃদয়ে প্রেরণা দাও, তাঁরা যেন তাদের এ নিষ্ঠাবান ভাইয়ের অসহায় ও সম্বলহীন উত্তরাধিকারীদের প্রতি কিছু সহানুভূতির কর্তব্য পালন করতে পারেন।

اے خدا اے چارہ سازِ ہر دل اندوہگیں اے پناہ عاجزان آمرزگارِ مُذنبین

از کرم آں بندۂ خود را بہ بخشش ہا نواز ایں جُدا افتادگاں را از ترحم ہا بہ بین

(অর্থ : হে খোদা! হে সব শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ের আশ্রয়দাতা! হে দুর্বলের

আশ্রয়, পাপীর পাপ মার্জনাকারী! দয়াপরবশ হয়ে তোমার সেই বান্দার প্রতি অনুগ্রহ কর এবং এ বিরহীদের প্রতি করুণার দৃষ্টি দাও-অনুবাদক)।

এখানে আমি দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকজন বন্ধুর কথা উল্লেখ করেছি। এরূপ চরিত্র এবং মর্যাদাসম্পন্ন বন্ধু আমার আরো আছেন। ইনশাআল্লাহ্ একটি ভিন্ন পুস্তকে তাঁদের বিস্তারিত বর্ণনা দেব। এখন প্রবন্ধ দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে বলে এখানেই শেষ করছি।

এখানে আমি একথা প্রকাশ করে দেয়াও সমীচীন মনে করি, যত লোক আমার নিকট বয়আত করেছে তাদের সকলের সম্পর্কে উত্তম মতামত ব্যক্ত করার মত যোগ্যতা এখনো তারা লাভ করে নি। বরং কয়েকজনকে শুকনো ডালের ন্যায় দেখা যাচ্ছে। আমার অভিভাবক মহামহিমান্বিত খোদা তাদেরকে আমা হতে কেটে জ্বলন্ত কাঠে ছুঁড়ে দেবেন। এমনও কেউ কেউ আছে যাদের মাঝে প্রথমে হৃদয়ের আবেগ এবং আন্তরিকতাও ছিল। কিন্তু এখন তাদের মাঝে কঠোর বিরাগ দেখা দিয়েছে এবং আন্তরিকতার আবেগ ও শিষ্যসুলভ ভালবাসার জ্যোতি তাদের মাঝে এতটুকুও আর নেই বরং বালাম-এর ন্যায় কেবল প্রবঞ্চনাই বাকী রয়েছে। আর ক্ষয়ে যাওয়া দাঁতের ন্যায় মুখ থেকে উপড়িয়ে পায়ের নিচে ফেলে দেয়া ছাড়া তারা এখন আর কোন কাজের নয়। তারা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে এবং উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে। অতএব আমি সত্য সত্যই বলছি, শীঘ্রই তাদেরকে আমা থেকে কেটে দেয়া হবে। তবে সে রক্ষা পাবে যার হাত খোদা তা'লার অনুগ্রহ নতুনভাবে ধরে নেবে। অনেক এরূপ লোকও আছেন যাঁদেরকে খোদা তা'লা চিরকালের জন্য আমাকে দিয়েছেন। তাঁরা আমার বৃক্ষরূপ অস্তিত্বের সবুজ শাখা। আমি অন্য কোন সময় ইনশাআল্লাহ্ তাঁদের কথা লিখবো।

এখানে আমি এমন কিছু লোকের কুপ্ররোচনাও দূর করতে চাই যারা সঙ্গতিশীল এবং নিজেদেরকে বড়ই দানশীল ও ধর্মের পথে আত্মবিলীন বলে মনে করে! কিন্তু এরা নিজেদের ধন-সম্পদ যথাস্থানে ব্যয় করতে সম্পূর্ণ বিমুখ। আর এরা বলে, যদি খোদা তা'লার পক্ষ থেকে ধর্মের সাহায্যার্থে আল্লাহ্‌র সাহায্যপ্রাপ্ত সত্যিকার কোন আগমনকারী পুরুষের যুগ পেতাম তবে তাঁর সাহায্যের পথে এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়তাম যেন নিজেদেরকে উৎসর্গই করে ফেলতাম! কিন্তু আমরা কি করবো, চারদিকে প্রতারণা ও প্রবঞ্চনার ঝড় বইছে। কিন্তু হে লোকেরা! তোমাদের জেনে রাখা উচিত ধর্মের সাহায্যের জন্য এক ব্যক্তিকে পাঠানো হয়েছে; কিন্তু তোমরা তাঁকে চিনতে পার নি। তিনি তোমাদের মাঝেই রয়েছেন। আর তিনিই সেই ব্যক্তি, যিনি কথা বলছেন। কিন্তু তোমাদের চোখে ভারী পর্দা রয়েছে। তোমাদের হৃদয় যদি সত্যান্বেষী হয়ে থাকে তবে যে ব্যক্তি খোদার সাথে কথা বলার দাবি করেন তাঁকে পরীক্ষা করা অতি সহজ। তাঁর নিকট এস, তাঁর সাহচর্যে দু'তিন সপ্তাহ থাক যেন সেই আশিসের বৃষ্টি যা তাঁর উপর বর্ষিত হচ্ছে এবং সেই সত্য ঐশী-বাণীর জ্যোতি যা তাঁর প্রতি অবতীর্ণ হচ্ছে, খোদা চাইলে এর কিছুটা তোমরা নিজেদের চোখে দেখতে পাবে। যে খোঁজে সে-ই পায়। যে দরজায় আঘাত করে তার জন্যই দরজা খোলা হয়। যদি তোমরা চোখ বন্ধ করে এবং অন্ধকার কক্ষে লুকিয়ে থেকে বল, 'সূর্য কোথায়?' তবে তা হবে তোমাদের বৃথা অভিযোগ। হে নির্বোধ! নিজ ঘরের দরজা খোল এবং চোখের উপর থেকে পর্দা সরাও যার ফলে কেবল তুমি সূর্যই দেখবে না বরং এর আলো তোমাকে আলোকিত করবে।

কেউ কেউ বলে, আঞ্জুমান প্রতিষ্ঠিত করা এবং মাদ্রাসা স্থাপন করাই ধর্মের সাহায্যের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু তারা জানে না, ধর্ম কীসের নাম

এবং আমাদের অস্তিত্বের আসল উদ্দেশ্য কী আর কিভাবে ও কোন পথে সে সব উদ্দেশ্য অর্জন করা যেতে পারে। সুতরাং তাদের জানা উচিত, এ জীবনের পরম উদ্দেশ্য হলো খোদা তা'লার সাথে সেই সত্যিকার ও সুনিশ্চিত সংযোগ স্থাপন করা যা প্রবৃত্তির বন্ধন থেকে মুক্ত করে নাজাতের উৎসে পৌঁছিয়ে দেয়। অতএব মানুষের বানোয়াট ও প্রচেষ্টা দ্বারা পূর্ণ একীনের (বিশ্বাসের) এসব পথ কখনো উন্মুক্ত হতে পারে না। আর মানুষের বানানো দর্শন এক্ষেত্রে কোন কাজেই আসে না। বরং এ আলো খোদা তা'লা সব সময় তাঁর বিশিষ্ট বান্দাগণের মাধ্যমে অন্ধকার যুগে আকাশ থেকে নাযেল করেন। আর যিনি আকাশ থেকে অবতরণ করেন তিনিই আকাশের দিকে নিয়ে যান।

অতএব হে অন্ধকারের গর্তে পড়ে থাকা লোকেরা এবং সংশয়-সন্দেহের কবলে বন্দী ও প্রবৃত্তির দাসেরা! কেবল নাম সর্বস্ব ও প্রথাগত ইসলাম নিয়ে গর্ব করো না। বর্তমানে আঞ্জুমান ও মাদ্রাসাগুলোর মাধ্যমে যে সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টা করা হচ্ছে তাতেই নিজেদের প্রকৃত মঙ্গল, কল্যাণ ও চূড়ান্ত সফলতা নিহিত রয়েছে বলে মনে করো না। এসব কাজ ভিত্তিরূপে মঙ্গলজনক বটে এবং এগুলো উন্নতির প্রথম ধাপ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে; কিন্তু আসল উদ্দেশ্য থেকে এগুলো বহু দূরে। এ সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টায় মস্তিষ্কগত চতুরতা সৃষ্টি হতে পারে বা কর্মদক্ষতা, বুদ্ধির তীক্ষ্মতা ও সারশূন্য তর্কের অভ্যাস গড়ে উঠতে পারে বা আলেম ফাযেল উপাধি লাভ করা যেতে পারে আর দীর্ঘকার বিদ্যা অর্জনের পর মূল উদ্দেশ্যের কিছুটা সহায়কও হতে পারে। কিন্তু-

تا تریاق از عراق آوردہ شود مار گزیدہ مردہ شود

(অর্থ : ইরাক থেকে বিষের প্রতিষেধক আসতে আসতে সাপে কামড়ানো ব্যক্তি মারা যাবে- অনুবাদক)।

অতএব, জাগো এবং সাবধান হও! এমন যেন না হয় যাতে হোঁচট খাও এবং ফলে শেষ সফর প্রকৃতপক্ষে নাস্তিকতা ও বেঈমানীর আকার ধারণ করে। নিশ্চিতভাবে জেনে রেখো, প্রথাগত বিদ্যা অর্জন কখনো পরকালে মুক্তি লাভের একমাত্র অবলম্বন হতে পারে না। এর জন্য সেই স্বর্গীয় জ্যোতি অবতীর্ণ হওয়া প্রয়োজন যা সন্দেহ ও সংশয়ের আবর্জনা দূর করে এবং কুপ্রবৃত্তি ও মন্দবাসনার আগুনকে নিভিয়ে দেয় আর খোদা তা'লার খাঁটি ভালোবাসা, প্রকৃত প্রেম ও আনুগত্যের দিকে আকর্ষণ করে। তোমরা যদি নিজেদের বিবেককে জিজ্ঞেস কর তবে এ উত্তরই পাবে, এক মূহুর্তে আধ্যাত্মিক পরিবর্তন সাধনকারী সত্যিকার প্রবোধ ও মনের প্রকৃত শান্তি এখনো তোমাদের অর্জন করা হয় নি। অতএব একান্তই আক্ষেপের বিষয়, তোমরা প্রচলিত রীতি-নীতি ও প্রথাগত শিক্ষা প্রসারের জন্য যতটা আবেগ পোষণ কর স্বর্গীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতি তোমাদের মনোযোগ এর এক শতাংশও নেই। তোমাদের জীবন বেশির ভাগ এমন সব কাজে উৎসর্গীকৃত হচ্ছে যার সাথে প্রথমত ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই, আর থাকলেও তা অতি নগণ্য এবং মূল উদ্দেশ্যের অনেক পেছনে রয়েছে। জরুরী উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে সমর্থ এমন অনুভূতি ও জ্ঞান যদি তোমাদের থাকে তবে তোমরা সেই মূল উদ্দেশ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত কখনো বিশ্রাম নিও না। হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের প্রকৃত মহামহিমান্বিত খোদার, তোমাদের প্রকৃত স্রষ্টার ও তোমাদের প্রকৃত উপাস্যের পরিচয় লাভ এবং তাঁর ভালোবাসা ও আনুগত্যের জন্যই সৃষ্ট হয়েছ। অতএব যতক্ষণ তোমাদের সৃষ্টির এ মূল উদ্দেশ্যের পূর্ণতা তোমাদের মাঝে প্রকাশিত না হবে ততক্ষণ তোমরা প্রকৃত নাজাত থেকে বহু দূরে পড়ে থাকবে। ন্যায়বিচারের সাথে চিন্তা করলে তোমরা নিজেরাই তোমাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে সাক্ষী হতে পারবে যে, খোদার উপাসনার পরিবর্তে

দুনিয়া-পূজার এক বিশাল আকৃতির মূর্তি সব সময় তোমাদের অন্তরের সম্মুখে রয়েছে যাকে তোমরা প্রতি সেকেন্ডে হাজার হাজার সেজদা করছ। আর তোমাদের প্রিয় সময়ের সবটাই দুনিয়ার ঝকমারীতে এভাবে ব্যয় হয়ে যাচ্ছে, অন্য দিকে ফিরে তাকাবারও তোমাদের অবসর নেই। তোমাদের কি কখনো স্মরণ হয়, এ জীবনের পরিণাম কী? তোমাদের মাঝে ন্যায়পরায়ণতা কোথায়? তোমাদের মাঝে বিশ্বস্ততা কোথায়? তোমাদের মাঝে সেই সাধুতা, খোদা-ভীতি, সততা ও বিনয় কোথায় যার দিকে কুরআন তোমাদেরকে আহ্বান জানায়? বছরের পর বছর ভুলেও তোমাদের কখনো স্মরণ হয় না, তোমাদের কোন খোদাও আছেন। তোমাদের উপর তাঁর কী কী অধিকার রয়েছে, তা কখনো তোমাদের হৃদয়ে জাগে না। সত্য তো এটাই, তোমরা সেই সত্যিকার চিরস্থায়ী সত্তার সাথে কোন সম্পর্ক, সংযোগ ও সংশ্রবই রাখো নি। আর তাঁর নাম নেয়াও তোমাদের জন্য কষ্টকর। এখন চালাকি করে তোমরা এ কথা বলে তর্ক করবে, 'কক্ষনো এমনটি নয়'। কিন্তু খোদা তা'লার প্রাকৃতিক বিধান তোমাদেরকে লজ্জিত করছে। কারণ এটা তোমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছে তোমাদের মাঝে ঈমানদারগণের লক্ষণাবলী নেই। যদিও তোমরা পার্থিব চিন্তা ও গবেষণার খুব জোরালোভাবে তোমাদের বুদ্ধিমত্তা ও মতামতের দৃঢ়তার দাবি করছ; কিন্তু তোমাদের যোগ্যতা, তোমাদের সূক্ষ্মদর্শিতা এবং তোমাদের দূরদর্শিতা কেবল দুনিয়ার সীমা পর্যন্তই শেষ হয়ে যায়। আর তোমরা তোমাদের এ বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে সেই পর-জগতের সামান্যতম দিকও দেখতে পাও না যেখানে চিরকাল বসবাসের জন্য তোমাদের আত্মাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা এ পার্থিব জীবনে এভাবে পরিতৃপ্ত হয়ে বসে আছ যেভাবে কোন ব্যক্তি একটি চিরস্থায়ী বস্তু পেলে পরিতৃপ্ত হয়ে থাকে; কিন্তু পরজগতের আনন্দই প্রকৃত পরিতৃপ্তির যোগ্য ও চিরস্থায়ী। এর কথা সারা জীবনে একবারও তোমাদের স্মরণ হয় না।

কী দুর্ভাগ্য! তোমরা এক মহান গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি উদাসীন এবং চোখ বন্ধ করে বসে আছো, আর যা নগণ্য ও ক্ষণস্থায়ী এর লালসায় তোমরা দিনরাত ঘোড়ার বেগে দৌড়াচ্ছ। তোমরা ভাল করেই জান, তোমাদের জন্য নিঃসন্দেহে সেই সময় আসবে যা এক মুহূর্তে তোমাদের জীবন ও তোমাদের সকল বাসনা-কামনার সমাপ্তি ঘটাবে। কিন্তু বড়ই আশ্চর্যজনক দুর্ভাগ্য, একথা জানা থাকা সত্ত্বেও তোমরা তোমাদের পুরো সময়টা দুনিয়া অন্বেষণেই বরবাদ করছ। তোমাদের দুনিয়া অন্বেষণও কেবল বৈধ উপায় পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয় বরং সকল অবৈধ উপায়, মিথ্যা ও প্রবঞ্চনা থেকে শুরু করে অন্যায়ভাবে খুন করাকেও তোমরা বৈধ করে ফেলছ। তোমাদের মাঝে এ সকল লজ্জাকর অপরাধ ছড়িয়ে পড়া সত্ত্বেও তোমরা বল, আমাদের স্বর্গীয় জ্যোতি ও স্বর্গীয় প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন নেই। বরং তোমরা এর প্রতি কঠোর শত্রুতা পোষণ কর। খোদা তা'লার স্বর্গীয় প্রতিষ্ঠানকে তোমরা বড়ই হেয় মনে করে রেখেছ। এমনকি এর উল্লেখ করতেও তোমাদের মুখ থেকে ঘৃণাপূর্ণ শব্দ বের হয় এবং খুব অহংকারে নাক সিটকিয়ে তোমরা এ কুৎসা রটনার কাজ সমাধা করে থাক। তোমরা বারবার বল, "আমরা কেমন করে বিশ্বাস করবো এ প্রতিষ্ঠান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে?" আমি এই মাত্র এর উত্তর দিয়ে এসেছি, এ বৃক্ষকে এর ফল দ্বারা এবং এ সূর্যকে এর আলো দ্বারা চিনবে। আমি একবার এ পয়গাম তোমাদের নিকট পৌঁছে দিলাম। এখন একে গ্রহণ করা না করা এবং আমার কথা স্মরণ রাখা বা স্মৃতিপট থেকে মুছে ফেলা তোমাদের ইচ্ছা।

جیتے جی قدر بشر کی نہیں ہوتی پیارو یاد آئیں گے تمہیں میرے سخن میرے بعد

(অর্থ : হে প্রিয়গণ! জীবিত অবস্থায় মানুষের কদর হয় না। আমার মৃত্যুর পরে আমার কথা তোমাদের স্মরণ হবে - অনুবাদক)।

خاتمہ مشتمل بر مرثیہ تفرقہ حالتِ اسلام

উপসংহারে ইসলামের দূরবস্থা সম্পর্কে শোকোচ্ছাসমূলক ফারসি কবিতা

(গদ্যে বাংলা অনুবাদ)

مے سزد گر خوں ببارد دیدۂ ہر اہل دیں   بر پریشاں حالیِ اسلام و قحطُ المسلمین

ইসলামের শোচনীয় অবস্থা ও প্রকৃত মুসলমানের অভাব দেখে প্রত্যেক ধার্মিকের চোখে যদি রক্তের অশ্রু ঝরে তবে তা সঙ্গতই হবে।

دینِ حق را گردش آمد صعبناک و سہمگیں   سخت شورے اوفتادہ اندر جہاں از کفر و کیں

সত্য ধর্মের উপর কঠোর ও ভয়ঙ্কর বিপদ দেখা দিয়েছে। দুনিয়াতে কুফরী ও হিংসার ভীষণ আন্দোলন উত্তাল হয়েছে।

آنکہ نفس اوست از ہر خیر و خوبی بے نصیب   مے تراشد عیب ہا در ذات خیر المرسلین

যার আত্মা সব ধরণের উৎকর্ষ ও সৌন্দর্য থেকে বঞ্চিত, সে ‘খায়রুল মুরসালীনের’ [অর্থাৎ রসূলে করীম (সা.)-এর] ব্যক্তিত্বের প্রতি কটাক্ষ করে।

آنکہ در زندانِ ناپاکی ست محبوس و اسیر   ہست در شانِ امامِ پاکبازاں نکتہ چیں

যে ব্যক্তি অপবিত্রতার কারাগারে আবদ্ধ, সে পবিত্র ইমামগণের মর্যাদায় ত্রুটি অনুসন্ধান করে।

تیر بر معصوم مے بارد خبیثِ بدگہر   آسماں را مے سزد گر سنگ بارد بر زمیں

অপবিত্র হীন প্রকৃতির লোকেরা নির্দোষ ব্যক্তির উপর তির নিক্ষেপ

করে। অতএব আকাশ যদি পৃথিবীর উপর পাথর নিক্ষেপ করে তবে তা সমীচীনই হবে।

پیش چشمانِ شما اسلام در خاک اُوفتاد چیست عذرے پیش حق اے مجمع المتنعمین

হে সুখী ও সম্পদশালী মানুষেরা! তোমাদের চোখের সামনে ইসলাম লাঞ্ছিত হচ্ছে, খোদার নিকট তোমাদের কী কৈফিয়ত আছে?

ہر طرف کفر ست جوشاں ہمچو افواجِ یزید دینِ حق بیمارو بیکس ہمچو زَینُ العابدین

প্রত্যেক দিকেই 'কুফরী' এজিদের বাহিনীর ন্যায় উত্তেজিত, সত্য ধর্ম জয়নাল আবেদীনের ন্যায় রুগ্ন ও নিরাশ্রয়।

مردمِ ذی مقدرت مشغولِ عشرت ہائے خویش خُرّم و خنداں نشستہ بابتانِ نازنین

ক্ষমতাসম্পন্ন ও সঙ্গতিশীল লোকেরা তাদের আমোদ-প্রমোদে মত্ত। তারা সুন্দরী মূর্তিদের সাথে বসে আনন্দ-স্ফূর্তি করছে।

عالماں را روزوشب باہم فساد زاہداں غافل سراسر از ضرورت ہائے دیں

আলেমগণ প্রবৃত্তির প্ররোচনায় রাত-দিন পরস্পরের সাথে ঝগড়া করছে। সাধুগণ ধর্মের প্রয়োজনের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন।

ہر کسے از بہر نفسِ دُونِ خود طرفے گرفت طرفِ دیں خالی شدو ہر دشمنے جست از کمیں

প্রত্যেকে হীন কু-প্রবৃত্তির প্ররোচনায় এক এক পক্ষ অবলম্বন করেছে, কিন্তু ধর্মের পক্ষ একেবারে শূন্য। আর প্রত্যেক শত্রু আড়াল থেকে আক্রমণের সুযোগ খুঁজছে।

اے مسلماناں چہ آثارِ مسلمانی ہمیں ست دیں چنیں ابتر شما در جیفۂ دنیا رہیں

হে মুসলমানেরা! তোমাদের মাঝে মুসলমানীর কী লক্ষণ রয়েছে? ধর্ম মুমূর্ষ অবস্থায় রয়েছে আর তোমরা দুনিয়ার লাশ নিয়ে আনন্দে মগ্ন।

کاخِ دنیا را چہ استحکام در چشمِ شماست یا مگر از دل بروں کر دید موتِ اوّلیں

তোমাদের দৃষ্টিতে কি সংসার-সৌধের দৃঢ়তা আছে? তোমরা কি তোমাদের হৃদয় থেকে পূর্ববর্তীদের মৃত্যু দূর করে দিয়েছ?

دورِ موت آمد قریب اے غافلاں فکرش کنید دَورِ مے تا کے بخوبانِ لطیف و مہ جبیں

হে উদাসীনেরা! মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী। খোদা তা'লার চিন্তা কর। মনোমোহিনী ও চাঁদমুখী সুন্দরীদের পেছনে আর কতকাল মদ ঢালবে?

نفس خود رابستہ دنیا مدار اے ہوشمند ورنہ تلخی ہا بہ بینی وقتِ انفاسِ پسیں

হে জ্ঞানী ব্যক্তিরা! তোমাদের আত্মাকে সংসারের প্রতি আসক্ত রেখো না, নতুবা শেষ নিঃশ্বাসের সময় বড়ই কষ্ট পাবে।

دل مدِہ اِلّا بدلدارے کہ حُسنش دایم ست تا سرورِ دائمی یابی زِ خیرّ المحسنین

চির সৌন্দর্যের অধিকারী প্রেমাস্পদ খোদা ছাড়া আর কাউকে হৃদয় দিও না, যেন 'খায়রুল মুহসিনীন' (শ্রেষ্ঠতম হিতকামী, অর্থাৎ খোদা) থেকে চিরস্থায়ী আনন্দ লাভ করতে পার।

آن خرد مندے کہ او دیوانۂ راہش بود ہوشیارے آنکہ مستِ روئے آن یارِ حسیں

সেই ব্যক্তিই বুদ্ধিমান, যে খোদার পথে পাগল। সেই ব্যক্তিই সচেতন, যে সেই রূপবান বন্ধুর রূপের নেশায় বিভোর।

ہست جامِ عشق اُو آبِ حیاتِ لازوال ہر کہ نوشید ست اُو ہرگز نہ میرد بعدا زیں

তাঁর প্রেমের পেয়ালায় রয়েছে অবিনশ্বর জীবনদায়ী পানি। যে সেই পানি পান করবে, সে কখনো মরবে না।

اے برادر دل مَنہِ در دولتِ دنیاءِ دُوں زہر خوں ریزست در ہر قطرۂ ایں انگبیں

হে ভ্রাতা! নচ্ছার দুনিয়ার সম্পদে মন লাগিও না। এ মদের প্রত্যেক ফোটায় রয়েছে রক্ত ঝরানোর বিষ।

تاتوانی جہد کُن از بہر دیں باجان و مال تا زِ ربّ العرش یابی خلعتِ صد آفریں

যতটুকু পার ধর্মের জন্য ধন-প্রাণ বিলিয়ে দিয়ে জেহাদ কর, যেন স্বর্গের অধিপতি খোদা থেকে প্রশংসার খেতাব (উপাধি) পেতে পার।

ازعمل ثابت کن آں نورے کہ در ایمانِ تُست دل چو دادی یوسفے را راہِ کنعاں را گزیں

তোমার ঈমানে যে জ্যোতি আছে তা কাজ দিয়ে প্রমাণিত কর। হৃদয় যখন ইউসুফকে দিয়েছ তখন কেনানের পথ ধর।

یاد ایّامیکہ ایں دیں مرجع ہر کیش بود عالمے را وارہانید از رہِ دیو لعیں

হায়! এমন এক সময় ছিল যখন এ ধর্ম সকলের আশ্রয়স্থল ছিল এবং এক জগতকে অভিশপ্ত শয়তানের পথ থেকে উদ্ধার করেছিল।

بر زمیں گسترد ظلِ تربیت از نورِ علم پائے خود مے زد زعزّو جاہ بر چرخِ بریں

জ্ঞানের আলো থেকে পৃথিবীময় সুশিক্ষার ছায়া ছড়িয়ে পড়েছিল, মহিমান্বিত খোদার অনুগ্রহে নিজের পা খোদার আরশে স্থাপন করেছিল।

این زمانے آنچناں آمد کہ ہر ابن الجَہول از سفاہت میکند تکذیب ایں دینِ متیں

কিন্তু এমন সময় এসেছে, প্রত্যেক মূর্খ ব্যক্তি অজ্ঞতাবশত এ

সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্মকে মিথ্যা সাব্যস্ত করতে চেষ্টা করছে।

صد ہزاراں ابلہاں از دیں بُروں بر دند رخت صد ہزاراں جاہلاں گشتند صید الماکریں

শত সহস্র মূর্খ ব্যক্তি ধর্ম থেকে বিদায় গ্রহণ করেছে। শত সহস্র অজ্ঞ ব্যক্তি প্রবঞ্চনাকারীদের হাতে পড়েছে।

بر مسلماناں ہمہ ادبار زِیں رہ اوفتاد کزپئ دیں ہمّتِ شاں نیست باغیرت قریں

মুসলমানদের উপর সকল বিপর্যয় এ কারণেই ঘটেছে, ধর্ম-পথে তাদের সাহস ও আত্মমর্যাদাবোধ শেষ হয়ে গেছে।

گربگردد عالمے از راہِ دینِ مصطفیٰ از رہِ غیرت نے جنبند ہم مثلِ جنیں

যদি মুস্তফা (সা.)-এর ধর্ম থেকে পৃথিবীও সরে পড়ে, তবু তারা আত্মমর্যাদার প্রেরণায় গর্ভস্থ সন্তানের ন্যায় একটুও নড়বে না।

فکر ایشاں غرق ہر دم در رہِ دنیائے دُوں مال ایشاں غارت اندر راہِ نسوان وبنیں

এদের চিন্তা সর্বদাই এ হীন দুনিয়ায় ডুবে আছে। নারী ও সন্তানের পেছনে এদের ধন বিনষ্ট হচ্ছে।

ہرکجا در مجلسے فسق ست ایشاں صدرِ شاں ہر کجا ہست از معاصی حلقۂ ایشاں نگیں

সদাই পাপের মজলিসে এরা সভাপতিত্ব করে। এদের বৈঠকেও পাপ নেতৃত্ব করে।

باخرابات آشنا بیگانہ از کوئے ہُدیٰ نفرت از ارباب دیں بامیٔ پرستاں ہم نشیں

পানশালার প্রতি আসক্ত, সৎপথ থেকে বীতশ্রদ্ধ, ধর্মপ্রাণ লোকদের প্রতি ঘৃণা, মদের উপাসকদের সাথে সংস্রব।

رُو بگر دانید دلدارے کہ صد اخلاص داشت چوں ندید اندر دل ایں قوم صدق المخلصیں

যে প্রেমাস্পদ শত শত আন্তরিকতা পোষণ করতেন, তিনি এ জাতির হৃদয় খাঁটি প্রেমিকের নিষ্ঠা দেখতে না পেয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন।

آں زمانِ دولت واقبالِ ایشاں درگزشت شومئے اعمالِ شاں آوُرد ایامے چُنیں

এদের সেই সম্পদ ও সৌভাগ্যের সময় চলে গেছে। এদের কুকর্মের কুফলই এরূপ সময় এনেছে।

از رہِ دِیں پر وری آمد عروج اندرنخست باز چوں آید بیا ید ہم ازیں رہ بالیقیں

প্রথমে ধর্মসেবার মাধ্যমেই তোমরা উন্নতি লাভ করেছিলে। পুনরায় যখন উন্নতি আসবে তখনও নিশ্চয় এ পথেই আসবে।

یاالٰہی باز کے آید زِ تو وقتِ مدد باز کے بینیم آں فرخندہ ایّام وسنیں

হে ইলাহী! তোমার নিকট থেকে কখন সে সাহায্য আসবে? পুনরায় কখন সেই শুভ সময় ও যুগ দেখতে পাবো?

ایں دو فکرِ دینِ احمد مغزِ جانِ ما گداخت کثرتِ اَعدائے ملّت قلّتِ انصارِ دیں

আহমদ (সা.)-এর ধর্মের এ দুটি চিন্তা আমার অন্তরের অন্তঃস্থল পুড়িয়ে দিয়েছে। ধর্মের শত্রুদের সংখ্যা বেড়ে গেছে এবং সাহায্যকারীদের সংখ্যা লোপ পেয়েছে।

اے خدا زود آوبرما آبِ نصرت ہا ببار یامرا بردار یا ربّ زِیں مقامِ آتشیں

হে খোদা! শীঘ্র এসো, আমাদের উপর সাহায্যের বৃষ্টি বর্ষণ কর। অথবা হে প্রভু! আমাকে এ অগ্নিকুন্ড থেকে উঠিয়ে নাও।

اے خدا نورِ ہُدیٰ از مشرق رحمت برار گُمر ہاں را چشم کن روشن ز آیاتے مبیں

হে খোদা! রহমতের উদয়াচল থেকে হেদায়াতের জ্যোতিঃ উদিত কর। প্রকাশ্য নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে পথভ্রষ্টদের চোখ আলোকিত কর।

چوں مرا بخشیدۂ صدق اندریں سوزوگداز نیست اُمیدم کہ ناکام بمیرانی دریں

আমাকে যখন ধর্মের জন্য আন্তরিক উদ্বেগ ও উচ্ছ্বাস দিয়েছ, আমি আশা করি না আমাকে এতে বিফল অবস্থায় মৃত্যু দেবে।

کاروبار صادقاں ہر گز نماند ناتمام صادقاں را دستِ حق باشد نہاں درآستیں

নিষ্ঠাবানদের কাজ কখনো অপূর্ণ থাকে না। তাদের আস্তিনের ভিতর সত্যের হাত বিদ্যমান থাকে।

সমাপ্ত

সাধারণ বিজ্ঞাপন

আপত্তিকারীগণের অবগতির জন্য

বর্তমানকালে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও মতাবলম্বী লোকেরা ইসলাম বা কুরআনের শিক্ষা বা আমাদের নেতা ও প্রভু জনাবে আলী রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি যেসব আপত্তি উত্থাপন করেন অথবা আমার ব্যক্তিগত বিষয়ে যেসব সমালোচনা করেন অথবা আমার ইলহাম ও ইলহামী দাবি সম্পর্কে তাদের হৃদয়ে যেসব সন্দেহ ও কুপ্ররোচনা রয়েছে সেসব আপত্তি ক্রমিক নম্বর দিয়ে একটি পুস্তিকার আকারে মুদ্রিত করে এবং পরে সেই ক্রমিক নম্বর অনুসারে আমি প্রত্যেকটি আপত্তি এবং প্রশ্নের উত্তর দিতে আরম্ভ করার ইচ্ছা করেছি। অতএব সাধারণভাবে সকল খ্রিষ্টান, হিন্দু, আর্যসমাজি, ইহুদী, অগ্নি-উপাসক, নাস্তিক, ব্রাহ্মসমাজী, প্রকৃতিবাদী, দার্শনিক এবং বিরোধী মতের মুসলমান ইত্যাদি সকলকে সম্বোধন করে বিজ্ঞাপন দেয়া হচ্ছে যে, যারা ইসলাম সম্পর্কে বা কুরআন শরীফ এবং আমাদের নেতা ও গুরু খায়রুল রসূল সম্পর্কে বা স্বয়ং আমার সম্পর্কে এবং আমার

খোদা-প্রদত্ত পদ সম্পর্কে বা আমার প্রতি অবতীর্ণ ইলহাম সম্পর্কে যেসব আপত্তি পোষণ করেন সেক্ষেত্রে যদি তারা সত্যান্বেষী হন তবে তাদের অবশ্য কর্তব্য হবে তারা যেন তা স্পষ্ট অক্ষরে লিখে আমার নিকট পাঠিয়ে দেন যাতে সেসব আপত্তি একত্র করে ক্রমিক নম্বরসহ একটি পুস্তিকা ছাপিয়ে দেয়া যায় আর এরপর ক্রমিক নম্বর অনুসারে প্রত্যেকটি আপত্তির বিস্তারিত উত্তর দেয়া যায়।

وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى

(অর্থ : যারা সৎপথ অনুসরণ করে তাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক-অনুবাদক)।

বিজ্ঞাপন দাতা
বিনীত
মির্যা গোলাম আহমদ
কাদিয়ান, জিলা-গুরদাসপুর (পঞ্জাব)
১০ই জমাদিউস্ সানী, ১৩০৮ হিজরী

ঘোষণা

এই পুস্তকটির সাথে আরও দুটি পুস্তক রচিত হয়েছে যা মূলত এরই অংশ। এই পুস্তকটির শিরোনাম হল 'ফতেহ্ ইসলাম'(ইসলামের বিজয়); দ্বিতীয়টির শিরোনাম 'তৌযীহে মরাম' (লক্ষ্য-বস্তুর বিশ্লেষণ); এবং তৃতীয়টির শিরোনাম হল 'ইযালায়ে আওহাম' (ভ্রান্ত ধারণার অপসারণ)।

ঘোষণাকারী
মির্যা গোলাম আহমদ, কাদিয়ান